
'উনিশ শ' পাঁচ সালের
বাংলা

১৯০৫ সালে বাংলা

সোল এজেণ্ট—
আর্য্য পাবলিশিং কোং
২৬ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্
কলিকাতা।

৩৮নং শিবনারায়ণ দাস লেনস্থ
ঘোষ প্রেস্ হইতে
শ্রীজীবনকৃষ্ণ তপস্বী কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত।

মূল্য ১৷০ আনা মাত্র

নিবেদন।

এই পুস্তকে সংগৃহীত লাঞ্ছিতদিগের বিবরণ এবং বরিশাল বিভ্রাটের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রধানতঃ হিতবাদী, সঞ্জীবনী, চারুমিহির, বরিশাল হিতৈষী প্রভৃতি সংবাদ পত্র হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। এই পুস্তকে অনেক স্থলে সংবাদ পত্রাদির ভাষা অবিকল পরিগ্রহণ করিয়াছি, তজ্জন্য সম্পাদক মহাশয়গণের নিকট ঋণী রহিলাম। যদি এই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠে কাহারও দেশের জন্য কষ্ট সহিবার প্রবৃত্তি মনে বদ্ধমূল হয়, তাহা হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। উক্ত পুস্তকে ১৯০৫ সালের ইতিহাসই যথাসম্ভব দেওয়া গেল পরবর্ত্তী সংস্করণে যদি সম্ভব হয় তবে ১৯০৫ হইতে ১৯৩১ পর্য্যন্ত দেওয়ার ইচ্ছা রহিল। ইতি—

প্রকাশক

উৎসর্গ

চিরনির্য্যাতিত—একনিষ্ঠ কর্ম্মী,

শ্রীযুক্ত আনন্দকিশোর মজুমদার

করকমলেষু।

শাস্ত্রে যে বয়সে বাণপ্রস্থের বিধান আছে, সেই বয়সে তুমি যুবধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছ। তুমি অশীতিপর বৃদ্ধ, চক্ষের জ্যোতি তোমার নিষ্প্রভ, কিন্তু বিধাতা তোমার অন্তরে যে অনির্ব্বাণ আলো জ্বালিয়া দিয়াছেন, তাহা এখনও তোমাকে পথ দেখাইয়া চলিয়াছে। আজও তুমি লৌহ-কারান্তরালে থাকিয়া মুক্তির দিব্যমন্ত্র জপিতেছ। ১৯০৫ সালে বাংলার বুকে স্বাধীনতার যে যজ্ঞ-সূচনা হয়, তুমি তাহাতেও ইন্ধন-সঞ্চার করিয়াছিলে। তাই অতীত বাংলার সেই গৌরবময় ইতিহাস আজ তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়া ধন্য বোধ করিতেছি। ইতি—

চৈত্র, ১৩৩৭ সাল,
কলিকাতা।

প্রকাশক।

সূচীপত্র



শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত।

১৯০৫-সালে বাংলা

পূর্ব্বাভাষ

ইংরাজ যখন প্রথমে আমাদের এদেশে আসে, তখন নানা কারণে আমাদের জাতীয় জীবন দুর্ব্বলতার আধার হইয়াছিল। তখন আমাদের ধর্ম্ম একেবারেই নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল, এদিকে চির পুরাতন চিরশক্তির আকর সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম কেবল মাত্র মৌখিক আবৃত্তি ও আড়ম্বরের মধ্যে আপনার শিব-শক্তিকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল ও অপর দিকে যে অপূর্ব্ব প্রেম-ধর্ম্মের বলে মহা প্রভু সমস্ত বাঙ্গলা দেশকে জয় করিয়াছিলেন, সেই প্রেমধর্ম্মের অনন্ত মহিমা ও প্রাণ-সঞ্চারিণী শক্তি কেবল মাত্র তিলককাটা ও মালা ঠকঠকানিতেই নিঃশেষিত হইয়া যাইতে-ছিল। বাঙ্গলার হিন্দুর সমগ্র ধর্ম্মক্ষেত্র শক্তিহীন শাক্ত ও প্রেম-শূন্য বৈষ্ণবের ধর্ম্মশূন্য কলহে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তখন নবদ্বীপের চিরকীর্ত্তিময় জ্ঞানগৌরব কেবল মাত্র ইতিহাসের কথা, অতীত কাহিনী, বাঙ্গালী জীবনের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না, এইরূপে কি ধর্ম্মে, কি জ্ঞানে বাঙ্গালার হিন্দু তখন সর্ব্ববিষয়ে প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছিল।

আলিবর্দ্দি খাঁর পর হইতেই বাংলার মুসলমানও ক্রমশঃ

নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল এবং সেই সময় তাহাদের সকল জ্ঞান ও সকল শক্তি বলহীনের বিলাসে ভাসিয়া গিয়াছিল। এমন সময় সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ইংরাজ বণিক-বেশে আগমন করিল এবং অল্প দিনের মধ্যেই রাজত্ব স্থাপন করিয়া অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিল। আমাদের জাতীয় দুর্ব্বলতা নিবন্ধন আমরা ইংরাজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ইংরাজ জাতিকে ও তাহাদের সভ্যতা ও তাহাদের বিলাসকে বরণ করিয়া লইলাম। দুর্ব্বলের যাহা হয়, তাহাই হইল। ইংরাজী সভ্যতার সেই প্রখর আলোক সংযতভাবে ধারণ করিতে পারিলাম না। অন্ধ হইয়া পড়িলাম। অন্ধকারাক্রান্ত দিগ্‌ভ্রান্ত পথিক যেমন বিস্ময়ে ও মোহবশতঃ আপনার পদপ্রান্তস্থিত সুপথকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া, নিজের শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করিয়া, নিজের সাহিত্যকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়া, আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ইঙ্গিতে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া ইংরাজের সাহিত্য ইংরাজের ইতিহাস, ইংরাজের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দিকে নিতান্ত অসংযতভাবে ঝুঁকিয়া পড়িলাম। সেই ঝোঁক অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও একেবারে যায় নাই। রামমোহন যে দেশে "বিজ্ঞানের তুর্য্যধ্বনি" করিয়াছিলেন, আমরা তাহাই শুনিয়াছিলাম, বা মনে করিয়াছিলাম শুনিয়াছি, অন্ততঃপক্ষে বিজ্ঞানের বুলি আওড়াইতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু রামমোহন যে গভীর শাস্ত্রালোচনায় জীবনটাকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাহার দিকেত আমাদের চোখ পড়ে নাই। তিনি যে আমাদের সভ্যতা ও

সাধনার মধ্যে আমাদের উদ্ধারের পথ খুঁজিয়াছিলেন সে কথা ত আমরা একবারও মনে করি নাই। তারপর দিন গেল। আমাদের স্কুল, কলেজ, প্রতিষ্ঠিত হইল, আমাদের ঝোঁকটা আরও বাড়িয়া গেল, তারপর বঙ্কিম সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালার মূর্ত্তি গড়িলেন, প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন, বঙ্গজননীকে দর্শন করিলেন, সেই "সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্" তাহারই গান গাহিলেন, সবাইকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ দেখ, এই আমাদের মা, বরণ করিয়া ঘরে তোল।" কিন্তু আমরা তখন সে মূর্ত্তি দেখিলাম না ; সে গান শুনিলাম না, তাই বঙ্কিম আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি একা মা মা বলিয়া রোদন করিতেছি।" তার পর শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুত্থানের আন্দোলন। এই আন্দোলন সম্বন্ধে আমাদের দেশে অনেক মত ভেদ আছে। কেহ বলেন, উহা আমাদের দেশে অনেক অনিষ্ট করিয়াছিল, আবার কেহ কেহ বলেন আমাদের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছিল। সে সব কথা লইয়া আলোচনা করা আমি আবশ্যক মনে করি না। এই আন্দোলন যে অনেক দিকে একেবারেই অন্ধ ছিল, তাহা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু আমি যেন সেই আন্দোলনের মধ্যেই বাঙ্গালী জাতির, অন্ততঃ পক্ষে শিক্ষিত বাঙ্গালীর আত্মস্থ হইবার একটা প্রয়াস—একটা উদ্যম দেখিতে পাই। সেইটুকুই আমাদের লাভ। তারপর আরও দিন গেল, ১৯০৩ খৃঃ হইতে স্বদেশী আন্দোলনের বাজনা বাজিতে লাগিল, বাঙ্গালী

আপনাকে চিনিতে ও বুঝিতে আরম্ভ করিল। রবীন্দ্র নাথ গাহিলেন—

"বাংলার মাটী বাংলার জল
সত্য কর সত্য কর হে ভগবান্"

বাঙ্গলার জল বাঙ্গলার মাটী আপনাকে সার্থক করিতে লাগিল। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেক জ্ঞানীগুণী মহাপণ্ডিত আছেন, যাহারা নাকি বলেন যে, এই স্বদেশী আন্দোলন ইহা একটী বৃহৎ ভ্রান্তির ব্যাপার। আমরা নাকি সব দিকে ঠিক হিসাব করিয়া চলিতে পারি নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের দেশে একটা প্রাণহীন জ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে। এই মুখস্ত করা জ্ঞানের ক্ষমতা অল্লই; কিন্তু অহঙ্কার অনেক খানি। এই জ্ঞানে যাঁরা জ্ঞানী, তাঁহারা সব জিনিষ সের দাঁড়ি লইয়া মাপিতে বসেন। তাঁরা অঙ্ক শাস্ত্রের শাস্ত্রী, সব জিনিষ লইয়া আঁক কষিতে বসেন। কিন্তু, প্রাণের যে বন্যা, সে ত অঙ্ক শাস্ত্র মানে না, সে যে সকল মাপ কাঠি ভাসাইয়া লইয়া যায়। স্বদেশী আন্দোলন একটা ঝড়ের মত বহিয়া গিয়াছিল, একটা প্রবল বন্যায় আমাদের ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। প্রাণ যখন জাগে তখন ত হিসাব করিয়া জাগে না। মানুষ যখন জন্মায়, সেত হিসাব করিয়া জন্মায় না, না জন্মাইয়া পারে না বলিয়াই সে জন্মায়। আর না জাগিয়া থাকিতে পারে না বলিয়াই প্রাণ একদিন অকস্মাৎ জাগিয়া উঠে। এই যে মহাবন্যার কথা বলিলাম, তাহাতে আমরা ভাসিয়া—ডুবিয়া বাঁচিয়াছি। বাঙ্গলার যে জীবন্ত

প্রাণ, তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। বাঙ্গলার প্রাণে প্রাণে আবহমান যে সভ্যতা ও সাধনার স্রোত, তাহাতে অবগাহন করিয়াছি। বাঙ্গলার যে ইতিহাসের ধারা, তাহাকে কতকটা বুঝিতে পারিয়াছি। বৌদ্ধের বুদ্ধ, শৈবের শিব, শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের ভক্তি, সবই যেন চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হইল। চণ্ডিদাস বিদ্যাপতির গান মনে পড়িল। মহাপ্রভুর জীবন-গৌরব আমাদের প্রাণের গৌরব বাড়াইয়া দিল। জ্ঞান দাসের গান, গোবিন্দ দাসের গান, লোচন দাসের গান, সবই যেন এক সঙ্গে সাড়া দিয়া উঠিল। কবিওয়ালাদের গানের ধ্বনি প্রাণের মধ্যে বাজিতে লাগিল। রামপ্রসাদের সাধন সঙ্গীতে আমরা মজিলাম। বুঝিলাম, কেন ইংরাজ এদেশে আসিল, রামমোহনের তপস্যার নিগূঢ় মর্ম্ম কি? বঙ্কিমের যে ধ্যানের মূর্ত্তি সেই—

"তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে,
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা—ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে"—

সেই মাকে দেখিলাম, বঙ্কিমের গান আমাদের "কানের ভতর দিয়া মরমে পশিল," বুঝিলাম, রামকৃষ্ণের সাধনা কি—

সিদ্ধ কোথায়! বুঝিলাম কেশব চন্দ্র কেন কাহার ডাক শুনিয়া ধর্ম্মের তর্ক রাজ্য ছাড়িয়া মর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের বাণীতে প্রাণ ভরিয়া উঠিল। বুঝিলাম, বাঙ্গালী হিন্দু হউক, মুসলমান হউক খৃষ্টান হউক, বাঙ্গালী বাঙ্গালী।

বাঙ্গালীর একটা বিশিষ্টরূপ আছে, একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, একটা স্বতন্ত্র ধর্ম্ম আছে। এই জগতের মাঝে বাঙ্গালীর একটা স্থান আছে, অধিকার আছে, সাধনা আছে কর্ত্তব্য আছে। বুঝিলাম, বাঙ্গালীকে প্রকৃত বাঙ্গালী হইতে হইবে। বিশ্ব-বিধাতার যে অনন্ত বিচিত্র সৃষ্টি, বাঙ্গালী সেই সৃষ্টিস্রোতের মধ্যে এক বিশিষ্ট সৃষ্টি। অনন্তরূপ লীলাধারের রূপ বৈচিত্র্যে বাঙ্গালী একটী বিশিষ্টরূপ হইয়া ফুটিয়াছে। আমার বাঙ্গালা সেইরূপের মূর্ত্তি আমার বাঙ্গালা সেই বিশিষ্টরূপের প্রাণ, যখন জাগিলাম, মা আমার আপন গৌরবে—তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইয়া দিলেন, সে রূপে প্রাণ ডুবিয়া গেল, দেখিলাম, সে রূপ বিশিষ্ট, সে অনন্ত! তোমরা হিসাব করিতে হয় কর, তর্ক করিতে চাও কর—সেরূপের বালাই লইয়া মরি।

(বাংলার কথা হইতে উদ্ধৃত) "দেশবন্ধু।"

তারপর স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল ঢেউ বাংলার হৃদয়-কূলে আঘাত করিল। দেশবন্ধু বাংলাকে যতটা ভালোবাসিয়াছিলেন ঠিক ততটা আবেগ এবং উন্মাদনা লইয়া বাংলার দুর্গম-পন্থী যুবকগণ এই আন্দোলনের স্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

শাসকের অমোঘ বজ্র তাহাদের উপর নিক্ষিপ্ত হইল। কিন্তু প্রলয়ের ইঙ্গিত পাইয়া সমুদ্রের ঢেউ যেমন চঞ্চল হইয়া ওঠে রাজশক্তির এই প্রতিকূলতায় স্বদেশী আন্দোলনের স্রোতে জোয়ার আসিয়া গেল।

প্রলয়ের সেই সংশয় জটিল মুহূর্ত্তে যাহারা লাভ-লোকসানের হিসাব না খতাইয়া ভরা জোয়ারে গা ভাসাইয়াছিলেন, এবং রাজরোষে পড়িয়া লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে যাইয়া আমাদের কম বেগ পাইতে হয় নাই। তাহারই অনতিরঞ্জিত ইতিহাস এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইল।

১৯০৫ সালে বাংলা

সৎকার্য্যে বাধাদানের চেষ্টা।

স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে নিগৃহীত মহোদয়গণের প্রতি যৎসামান্য সম্মান প্রকাশে উদ্যত হইয়া আমাদিগকে সামান্য বিড়ম্বিত হইতে হয় নাই। আমাদিগের স্বদেশবাসী এক শ্রেণীর লোকের কাপুরুষতা, খলতা ও নীচাশয়তাই এস্থলে বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। যাহারা স্বদেশী আন্দোলনে সহায়তা করিতে গিয়া জন্মভূমির সেবায় আগ্রহাধিক্য প্রকাশ পুরঃসর রাজপুরুষ দিগের বিরাগ-ভাজন হইয়াছেন, ইংরাজের ধর্ম্মাধিকরণে অভিযুক্ত হইয়া দণ্ডিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি সম্মান প্রকাশের চেষ্টাতে বিবিধ ব্যক্তি অশেষ প্রকারে বাধা দানের প্রয়াস পাইয়াছিল। যাঁহারা স্বদেশের হিতসাধন করিতে গিয়া, রাজপুরুষদিগের হস্তে নিগৃহীত হইয়াছেন, এবং প্রফুল্লবদনে সেই সকল নিগ্রহ সহ্য করিয়া আবার স্বদেশ-সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তির প্রতি যে প্রকাশ্যভাবে কৃতজ্ঞতা ও সম্মান প্রকাশ করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য, একথা কে না স্বীকার করিবেন? সকল দেশেই এইরূপ বীরপূজা হইয়া থাকে। যাঁহারা দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করেন, তাঁহাদিগের নাম সকল দেশে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া থাকে। যে জাতি বীর-

পূজা করিতে জানে না, বা আত্মোৎসর্গকারীর মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অগ্রসর হয় না, সে জাতির উন্নতির সম্ভাবনা অতি অল্প, একথা বলাই বাহুল্য।

দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের একদল মহাত্মা এই সদনুষ্ঠানে বাধা দানে সাধ্যমত ত্রুটী করেন নাই। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ দেশবাসীর নিকট পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত বলিয়া পরিচিত; কাহারও কাহারও স্বদেশভক্ত বলিয়া পরিচয় দানের আগ্রহও অল্প নহে। তথাপি ভীরুতা বশেই হউক, অথবা স্বভাব-দোষেই হউক, তাঁহারা রাজপুরুষদিগের হস্তে লাঞ্ছিত দেশের লোকের প্রতি প্রকাশ্যভাবে সম্মান প্রকাশে প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাহার পর যাহাতে কলিকাতা টাউনহলে এরূপ সভার অধিবেশন না হয়, দেশের নেতৃবৃন্দ যাহাতে এই কার্য্যে যোগ না দেন, সেজন্যও গুণধরেরা চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। এই সকল ব্যক্তির চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছিল সত্য, তথাপি ইহাদের নীচতামূলক ব্যবহার কোন মতেই উপেক্ষণীয় নহে। নানা শ্রেণীর লোক ভিন্ন ভিন্ন কারণে এবিষয়ে আপত্তি করিয়াছিল। আমরাও কাহারও নামোল্লেখ না করিয়া অতি সংক্ষেপে কারণ গুলির উল্লেখ ও আলোচনা করিতেছি।

প্রথম আপত্তি, লাঞ্ছিত ব্যক্তিরা সম্মান প্রাপ্তির যোগ্য কোন কার্য্য করেন নাই। অন্যান্য দেশে যাহারা বড় বড় কার্য্য করেন তাঁহাদিগেরই সম্মান লাভ ঘটে। আমরা কেন তিলকে তাল করিয়া তুলিব? তাহাতে কি লাভ হইবে?

ইহার উত্তরে আমরা এই মাত্র বলিব, প্রাণের যে উচ্চতা, সৎসাহস ও মহানুভবতা সর্ব্বত্র সমাদৃত হয় আমাদিগের লাঞ্ছিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সেই সকল গুণের অসদ্ভাব ছিল না, যাঁহারা সম্মানিত হইতেছেন, আমরা তাঁহাদিগকে এই মাত্র জানাইতেছি যে, তাঁহারা রাজদ্বারে নিগ্রহ ভোগ করিলেও দেশের লোক তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করে; আমরা তাঁহাদিগকে সম্মানিত করিয়া নিজের সম্মানই বাড়াইতেছি, তাঁহাদিগের ইহাতে ব্যক্তিগত লাভ নাই, আমাদিগেরই জাতিগত লাভ। রাজপুরুষেরা এই কার্য্যে জানিতে পারিবেন যে, তাঁহাদিগের অকারণ লাঞ্ছনায় মানের হ্রাস না হইয়া বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। দুর্ব্বল চিত্ত ব্যক্তিরাও ঈদৃশ সম্মান প্রদর্শন দর্শনে উন্নতচেতা হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় আপত্তি, রাজপুরুষেরা বিরক্ত হইবেন, তাঁহারা রীতিমত বিচার করিয়া যাহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন, প্রজা হইয়া আমরা তাহাদিগকে সম্মানিত করি কিরূপে? যাঁহারা বিরক্ত হন হউন আমরা কি করিব? মান্যবর বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসুর পত্রে, ইহার একটি সদুত্তর দেওয়া হইয়াছে। ফলতঃ ইংরাজের দেবতা পাশ্চাত্য জগতের উপাস্য প্রভু ও যীশুখৃষ্টও প্রকাশ্য আদালতে রীতিমত বিচারে "দোষী সাব্যস্ত" হইয়া কঠোরতম প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, ইহাই বাইবেলের উক্তি।

তৃতীয় আপত্তি, যাহারা স্বদেশের কার্য্য করেন নাই, অকারণে রাজপুরুষদিগের ভ্রমে বা কাহারও চক্রান্তে লাঞ্ছিত, তাঁহাদিগকে

সম্মানিত করা সম্মানের অপব্যবহার। এ উক্তি অত্যন্ত অসার। কারণ যাহারা লাঞ্ছিত তাঁহারা অধিকাংশস্থলে অভিযোগের বিষয়ীভূত ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকিলেও অন্যরূপে স্বদেশী আন্দোলনের জন্য কর্তৃপক্ষের বিরাগ-ভাজন। এ বিষয়ে অধুনা অধিক কিছু বলা যুক্তিসিদ্ধ বোধ করি না। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, যদি কোন ব্যক্তি যোগ্যতা ব্যতিরেকে সম্মানিতই হন, তাহাতে যোগ্যের গৌরব লাঘব হয় না।

এই গেল স্বদেশবাসী কতিপয় ধুরন্ধরের বিরুদ্ধাচরণের কথা। ইহার পর শ্বেতাঙ্গ মহোদয়েরাও বিরুদ্ধাচরণে ক্ষান্ত হন নাই। গত ৫ই ফেব্রুয়ারি (১৯০৬) সোমবার এই বিরাট সভার অধিবেশন করিবার জন্য যখন টাউনহলে স্থান-প্রার্থনা করিয়া সুরেন্দ্র বাবু মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান এলেন সাহেবকে পত্র লিখেন, তখন তিনি টাউনহলে এই সভার অধিবেশন বিষয়ে অনুমতি-দান করিয়াছিলেন। তদনুসারে সংবাদ পত্রাদিতে টাউনহলে সভা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। বলা বাহুল্য, যে উদ্দেশ্যে সভা হইবে, তাহা সুরেন্দ্র বাবুর পত্রে অতি স্পষ্টভাষায় খুলিয়া লেখা হইয়াছিল। এলেন সাহেব তখন উহাতে সম্মতি প্রকাশ করিয়া সভার অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্ব্বে অর্থাৎ ১২ই ফেব্রুয়ারি সোমবারে মতের পরিবর্ত্তন করিলেন; তিনি উক্ত সোমবারে সুরেন্দ্র বাবুকে যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

Calcutta 11th. Feb. 1906.

Corporation of Calcutta, Municipal Office.

MY DEAR SIR,

When you asked me for permission to hold a meeting at the Town Hall to express sympathy with the sufferers in the cause of Swadeshi, I did not clearly understand the object of your meeting. I now learn that you intend to express sympathy with persons who have been convicted for offences committed in connection with the boycott agitation. I certainly do not consider that the Town Hall is the proper place for a demonstration of this character and I regret that I must revoke my sanction to the use of the Town Hall for this purpose.

Yours Sincerely,
C ALLEN.

অর্থাৎ এলেন সাহেব বলিয়াছেন যে, প্রথমবার সম্মতি-দানের সময় তিনি, যে উদ্দেশ্যে সভা করা হইবে, তাহা ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু পরে বিশেষ বিবেচনা করিয়া তিনি বুঝিয়াছেন যে, বিলাতী বর্জ্জন ব্যাপারে যাহারা অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া আদালতে দণ্ডিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি সম্মান প্রকাশের জন্য টাউন হলে সভার অধিবেশন করা হইবে। এই নিমিত্ত টাউন হল কোনক্রমেই দেওয়া উচিত বলিয়া আমি মনে করি না। এই বলিয়া চেয়ারম্যান মহাশয় টাউন হলে

সভার জন্য স্থানদান করিবার পূর্ব্ব প্রদত্ত অনুমতির প্রত্যাহার করিলেন।

টাউনহল পাওয়া যাইবেনা, অধিবেশনের দুই দিন পূর্ব্বে এই কথা শ্রবণগোচর হইল; সেই দুই দিনের মধ্যে আয়োজন করিয়া অন্যত্র সভা করিতে হইল, ইহা কীদৃশ শ্রম, ব্যয় ও কষ্টসাপেক্ষ তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যে বুঝিতে পারিবেন না। কত হ্যাণ্ডবিল, প্লেকার্ড নষ্ট হইল, পুনশ্চ মুদ্রাঙ্কন হইল না, পরিশেষে একজন দয়ালু হিন্দুস্থানী মহাজনের অনুগ্রহে স্থান-লাভ ঘটিলেও কি কষ্টে সেই স্থান সুসজ্জিত করিতে হইয়াছিল, তাহা সকলে জানেন না। পূর্ব্বে এই বাটীতে থিয়েটার হইত, কয়েক মাস পূর্ব্বে তাহা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় স্থানটি অব্যবহার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল; গ্যাস কাটা, বৈদ্যুতিক আলোক বন্ধ, বসিবার আসন নাই, স্থানটি ধূলিরাশি সমাকীর্ণ, কত কষ্টে তাহা পরিষ্কৃত করিতে হইয়াছিল তাহা অন্যে বুঝিবে না।

ইহার উপর পুলিশ কমিশনার মহাশয়ের ভয় হইয়াছিল ছাত্রেরা "লাঠী" প্রভৃতি ভয়ঙ্কর অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দাঙ্গা হাঙ্গামা করিবে! দাঙ্গা হাঙ্গামার উদ্বেগ প্রকাশক পত্র পাঠ করিয়া আমরা হাস্যসংবরণ করিতে পারি নাই।

এ ত গেল এক পর্ব্ব। তাহার পর মিউনিসিপাল আফিসের কর্ত্তৃপক্ষগণ টাউনহলে যে সভা হয় নাই, সেই সভার আলোক, পাহারা, ফরাস প্রভৃতির হিসাব দাখিল করিয়া আমাদিগের নিকট হইতে ৬৩৲ টাকা চাহিয়াছেন! তাঁহাদিগের মূলপত্র এই :—

No. 12449 M.

MUNICIPAL OFFICE,

Calcutta, the 14th February 1906,

Re: Engagement of the Town Hall for a Public Meeting on 14th February 1906.

Dear Sir,

In continuation of my letter No. 11979 M, dated the 6th February 1906, I write to ask you to kindly remit Rs. 63 to meet the undernoted charges :—

Provisional cost for gas	...	Rs. 30
Lighting charges	...	,, 5
Police Attendance	...	,, 8
	Total	Rs. 63 only,

The amount mentioned in item (1) will be adjusted in accordance with the actual consumption of gas and the balance if any refunded to you.

Yours faithfully
(Illegible)
for Secy, to the Corporation,

ইহাতেও শেষ হয় নাই। টাউনহল্ হইতে চেয়ার ভাড়ার জন্য আরও ৪১।০ টাকার দাবীতে একজন ইন্‌স্পেক্টর তাগাদা করেন তাহারও উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

গ্রাণ্ড থিয়েটারে বিরাট সভা।

১৪ই ফেব্রুয়ারী (১৯০৬ সালে) ২রা ফাল্গুন বুধবার অপরাহ্ণ কালে গ্রাণ্ড থিয়েটারে, স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে, রাজপুরুষ দিগের দ্বারা লাঞ্ছিত মহোদয়গণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য একটি বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভার সময় মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইলেও জনতা এত অধিক হইয়াছিল যে, অনেককেই স্থানাভাবে ফিরিয়া যাইতে হয়। রঙ্গালয়ের মধ্যে এত লোক হইয়াছিল যে, তিল ধারণের স্থান ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। স্বদেশসেবা ব্রতে আগ্রহ নিবন্ধন এই লাঞ্ছিত মহাত্মা-দিগকে দেখিবার জন্য লোকে যে প্রকার ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া-ছিল, তাহা বর্ণনাতীত। যখন লাঞ্ছিত ভদ্রলোকেরা রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইলেন, তখন বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে রঙ্গালয়টি পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কলিকাতার সকল শ্রেণীর ও সকল সম্প্রদায়ের লোকই এই সভার কার্য্যে যোগদান করিয়া-ছিলেন।

প্রবীণ দেশহিতৈষী, সুপ্রসিদ্ধ মিরার সম্পাদক বাবু নরেন্দ্র নাথ সেন সভাপতির আসন গ্রহণ পূর্ব্বক যে সারগর্ভ বক্তৃতা পাঠ করেন, তাহা এইরূপ :—

Gentlemen,—We have met here this evening to honour those gentlemen who have suffered for the Swadeshi cause, and it is superfluous for me to say that in honouring them, we are honour-

ing ourselves as a nation. The occasion is a unique one, for this is the first time in the history of modern India that the nation has been called upon to honour people who have suffered for the country's cause. The event marks a new era in the history of our country, and heralds a new destiny for our countrymen. No nation need despair of its future that counts in its ranks men who are ready to suffer for their Motherland.

These gentlemen, whom we see before us, are the sufferers for the Swadeshi cause. They have suffered first for a just and righteous cause, and our sympathy naturally goes out to them. But I may be permitted to say, that their sufferings, however great, are nothing compared with what the people of Ireland, Russia and China have suffered, and are suffering still. Through her patient suffering, Ireland is about to realise her long-cherished aspiration for Home Rule. Through her suffering, Russia has wrung not a few concessions from the Autocratic Czar. Through her suffering China too, with the aid of the Reform Party, has emerged from her stagnant national life. Suffering constitutes the best and greatest sacrifice and no cause has ever been won without it. Our people are yet at the beginning of the struggle and they must be pre-

pared for greater sacrifices than they have yet undergone. Let them fight the battle manfully, undeterred by any difficulties which they may find in their way.

Gentlemen, what strikes me as peculiar is that in such a cause as Swadeshi anybody should have to suffer persecution from a progressive and enlightened Government like the British Government. We know that Lord Curzon when in India posed himself as an apostle of Swadeshi. The Swadeshi Gospel is preached by all the advanced nations of the West, and by none so eloquently as the school of politicians in England who follow the Chamberlain flag. But the dullest amongst us can see that Government is bitterly opposed to that Swadeshi movement, and is determined to put it down by force. At the beginning, the attempt to suppress the movement was a veiled one. The veil has since been thrown aside, and an open crusade is now being waged against the movement all over the country. Why so, we cannot understand. Is not the Swadeshi movement beneficial both to Indians and Anglo-Indians? We do not refuse to use articles of English manufacture. All we want is that the articles of our use may be produced in the country by whom it does not matter. The

term "Swadeshi" is sufficiently elastic to include products of Indian as well as Anglo-Indian enterprise provided only that in the latter case as in the former the capital and labour are employed in India. In this view, the Anglo-Indian planter and miner are as much Swadeshists as the Indian tiller of the soil. It is reported that the Government of India have in contemplation the issue of orders for the extended purchase of articles manufactured in this country for Government stores. It not this an encouragement of the Swadeshi movement ? If our rulers had acted in conformity with their declarations, our people would not have been victims of unmerited persecution in connection with the Swadeshi movement. In the new Province, I regret to say, the policy of our rulers has been one of stern repression. But gentlemen, history teaches the great lesson that repression is never successful in checking the tide of national progress, nor marring any good and righteous work which a nation takes upon itself to accomplish. For every act of repression, there is a martyr and it is martyrdom that strengthens the foundation of a national movement. In spite of repression and persecution we see to day the watch-fires of Swadeshi burning in every city, every town and every village in

the country,—we see not one or two here and there, but hundreds patiently suffering for the national cause. Martyrdom has sanctified Swadeshi,—it has stamped the movement with a glorified halo. And I make bold to say that so long as this policy of repression lasts, the Swadeshi cause will spread and prosper with increasing vigour.

Gentlemen, I must not be understood, in all that I have said, to mean that the methods, employed in advancing the Swadeshi cause have been invariably right. My point is that the Government has mistaken the true end and scope of the movement. The stand taken by Swadeshi is one of defence not defiance. All the more we regret the attitude of the Government in view of the fact that it is now generally acknowledged in Anglo-Indian circles, that a new national sentiment as the product of English education has sprung up among the people of this country. Swadeshi is the result of that sentiment. Why then should the ruling race keep away from the movement, as if it were designed for unlawful and sinister purposes? I ventur to think that Swadeshi furnishes the exact basis on which an *entente cordiale* may be established between Indians and Anglo-Indians. May we

hope that our non-official Anglo-Indian brethren will approach the subject in a rational spirit, and make common cause with the childred of the soil in furthering a movement which is calculated to promote the material interests of both alike? As regards Government, I can only say that it is pursuing and altogether mistaken policy in regard to the movement.

Among the gentlement whom we see before us to-day may I mention in particular, without meaning to make my invidious distinction, the name of Babu Aswini Kumar Dutt of Barisal than whom there are few sincere, self-sacrificing patriots known in all Bengal both old and new. I am told Babu Aswini Kumar has left Calcutta and is not with us this evening. However, I say again that in honouring all these gentlemen who have suffered for the Swadeshi cause, we are honouring ourselves as a nation. To all workers for our dear Motherland. I would say: Have patience. India's struggles, however great are not greater than those of Ireland and Russia. Sacrifice is the true test of of patriotism. There con be no progress without struggle and suffering. Go on working with trust in Providence, and you will soon reach the goal

which you seek, I need only remind you of what the poet says :—

Courage yet, my brother or my sister.

Keep on—Liberty is to be subserved whatever occurs ;

That is nothing that is quell'd by one or two failures, or any number of failures.

Or by the indifference or ingratitude of the people, or by any unfaithfulness.

Or the show of the tushes of powers, soldiers, cannon, penal statutes.

What we believe in waits latent for ever through all the continents.

Invites no one, promises nothing, sits in calmness and light, is positive and composed, knows no discouragement.

Waiting patiently, waiting its time.

উক্ত বক্তৃতার মর্ম্ম।

বাঙ্গালায় ইহার মর্ম্ম এই—যে সকল ভদ্রলোক স্বদেশের মঙ্গল সাধন করিতে গিয়া রাজপুরুষদিগের হস্তে লাঞ্ছিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ আজি আমরা এই সভাস্থলে সমবেত হইয়াছি। তাঁহাদিগের প্রতি সম্মান প্রকাশ করিয়া আমরা যে সমগ্র বাঙ্গালীজাতিকে সম্মানিত করিতেছি, একথা বলাই বাহুল্য। আজিকার ঘটনা অভূতপূর্ব্ব। যাঁহারা স্বদেশের কল্যাণ-সাধন-কল্পে নিগ্রহ ভোগ করিতেছেন, তাঁহাদিগের প্রতি সম্মান প্রকাশ করিবার জন্য সমগ্র জাতিকে কেহ আর ইতঃপূর্ব্বে আহ্বান করে নাই। আজিকার এই ঘটনা আমাদিগের জাতীয় ইতিহাসে নূতন যুগারম্ভের নির্দ্দেশ করিতেছে এবং সমগ্র বাঙ্গালী জাতির অভিনব ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ঘোষণা করিতেছে। যে জাতি স্বদেশহিতব্রতে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ ব্যক্তিদিগকে সম্মান প্রদর্শন করিতে শিখিয়াছে, তাহাদিগের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া হতাশ হইবার কোন কারণ নাই।

যে সকল ভদ্রলোক আজ আমাদিগের সম্মুখে সমাসীন রহিয়াছেন, ইহারাই সর্ব্বপ্রথমে স্বদেশী পণ্য প্রচলন মূলক আন্দোলন সূত্রে লাঞ্ছিত হইয়াছেন। ইহারা অতি ন্যায়সঙ্গত ও পুণ্যময় ব্রত পালন করিতে গিয়াই নিগ্রহভোগ করিয়াছেন, এইজন্য ইহারা

আমাদিগের আন্তরিক সহানুভূতিভাজন হইয়াছেন। কিন্তু স্বদেশের মঙ্গলের জন্য ইহারা যে লাঞ্ছনাভোগ করিয়াছেন আয়র্লণ্ড রুষিয়া ও চীনের স্বদেশভক্তদিগের নিগ্রহের তুলনায় তাহা কিছুই নহে। আয়র্লণ্ডবাসীরা নানা নিগ্রহভোগের পর এক্ষণে তাঁহাদিগের চির বাঞ্ছিত স্বায়ত্তশাসনলাভের পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। রুষিয়ার অধিবাসিবৃন্দ বহু নির্য্যতন সহ্য করিয়া রুষিয়ার যথেচ্ছাচারপরায়ণ সম্রাটের নিকট অল্প স্বত্ব ও অধিকার লাভ করেন নাই। বিবিধ লাঞ্ছনাভোগ করিয়া সংস্কারক সম্প্রদায়ের সহায়তায় চীনের অধিবাসীরা এক্ষণে উন্নতি-পথে প্রবেশ করিয়াছেন, চীনে এক্ষণে নূতন জাতীয় জীবনের সঞ্চার হইয়াছে। স্বদেশের জন্য নিগ্রহভোগ আত্মত্যাগের উৎকৃষ্ট ও উচ্চ উদাহরণ। এবংবিধ আত্মত্যাগ ব্যতীত কোন মহৎ কার্য্যই সুসম্পন্ন হয় না। আমাদিগের স্বদেশবাসিগণ এই সর্ব্ব প্রথম স্বদেশের জন্য সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে ভবিষ্যতে এতদপেক্ষা বহুগুণ নিগ্রহভোগ এবং আত্মত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। সংকল্প সাধনে যতই বিঘ্ন উপস্থিত হউক না কেন তাঁহাদিগকে মনুষ্যোচিত দৃঢ়তা সহকারে পণ রক্ষার্থ চেষ্টা করিতে হইবে।

স্বদেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি-সাধন করিতে গিয়া লোকে যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ন্যায় সুসভ্য ও উন্নতিশীল গবর্ণমেণ্টের হস্তে নিগৃহীত হইয়াছে, ইহাই আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়; নূতন প্রদেশের শাসনকর্ত্তারা,

নিদারুণ জন নিগ্রহকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাসননীতি রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা অতীব দুঃখের বিষয়। কিন্তু কেবল নির্য্যাতন যে কোন জাতির উন্নতির স্রোত প্রতিরুদ্ধ হয় না, জাতীয় সাধু অনুষ্ঠান বিঘ্নবিহত হয় না, ইতিহাসই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। রাজপুরুষেরা প্রজাবৃন্দের উন্নতিস্রোতে বাধা দিবার জন্য চেষ্টা করিলেই এক একজন স্বদেশভক্ত লোক স্বদেশের মঙ্গলের জন্য নিজ ইচ্ছায় রাজার হস্তে নির্য্যাতন সহ্য করেন—ফলে স্বদেশের হিতকর অনুষ্ঠানাদি আরও বদ্ধমূল হইয়া উঠে। রাজার উৎপীড়ন ও অত্যাচার সত্ত্বেও আজি দেশের প্রত্যেক নগর ও পল্লীতে স্বদেশী পণ্যের প্রচলনকল্পে লোকের উৎসাহবহ্নি উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। এক আধ জন নহে—শত শত ব্যক্তি স্বদেশের মঙ্গলসাধনের জন্য অম্লানবদনে নিগ্রহ-ভোগ করিতেছেন। স্বদেশভক্তের আত্মত্যাগ স্বদেশব্রতকে পুণ্যময় এবং গৌরবে উদ্ভাসিত করিয়াছে। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, রাজপুষেরা স্বদেশী আন্দোলনের দমনকল্পে জননিগ্রহে যতই আগ্রহ প্রকাশ করুন না—এ আন্দোলনের স্রোত কিছুই হ্রাস পাইবে না, বরং উত্তরোত্তর ইহার শক্তি ও প্রসার বর্দ্ধিত হইবে।

অতঃপর বক্তা স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও গবর্ণমেণ্টের স্বদেশী আন্দোলন দমনমূলক নিন্দনীয় নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া স্বদেশভক্তদিগকে ধৈর্য্যশালী হইতে উপদেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন, আত্মোৎসর্গই স্বদেশ ভক্তির প্রকৃত

পরীক্ষা। সংঘর্ষ ও লাঞ্ছনা ব্যতীত উন্নতিলাভ সম্ভবপর নহে। সকলে ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতে থাকুন, অচিরে আমরা বাঞ্ছিতফল লাভে সমর্থ হইব।

সভাপতির বক্তৃতা শেষ হইলে ভবানীপুরের স্বদেশসেবক সম্প্রদায় "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত গান করিলেন। সভাস্থ সকলে বহুবার "বন্দেমাতরম্" শব্দ উচ্চারণ করিলে অভ্যর্থনা, সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ সভায় অনুপস্থিত কতিপয় স্বদেশ-হিতৈষীর নিকট হইতে প্রাপ্ত পত্র ও তারের সংবাদ পাঠ করিতে আদিষ্ট হইলেন।

তন্মধ্যে ঢাকা পিপল্‌স্ এসোসিয়েশনের পত্র ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একখানি পত্র এই স্থানে প্রকাশিত হইল।

ঢাকার পত্র।

The Dacca People's Association hereby express their feeling of hearty sympathy with the object of the public meeting to be held on the 14th Instant at the Town Hall to honour the Gentlemen who have suffered in the "Swadeshi Cause".

Dacca
The 10-2-06.

I have the honour to be
Sir,
Your most obedient servant
Rajaninath Bose,
Secy, to the People's Association.

রবীন্দ্র নাথের পত্র।

বাংলা দেশের বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনে কুপিত রাজদণ্ড যাঁহাদিগকে পীড়িত করিয়াছে তাঁহাদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তাঁহাদের বেদনা যখন আজ সমস্ত বাংলা দেশ হৃদয়ের মধ্যে বহন করিয়া লইয়াছেন, তখন এই বেদনা অমৃতে পরিণত হইয়া তাঁহাদিগকে অমর করিয়া তুলিয়াছে; রাজচক্রের যে অপমান তাঁহাদের অভিমুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল মাতৃভূমির করুণ করস্পর্শে তাহা বরমাল্য রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের ললাটকে আজ ভূষিত করিয়াছে। যাঁহারা মহাব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন বিধাতা জগৎসমক্ষে তাঁহাদের অগ্নি-পরীক্ষা করাইয়া সেই ব্রতের মহত্ত্বকে উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশ করেন—অদ্য কঠিন ব্রতনিষ্ঠ বঙ্গ-ভূমির প্রতিনিধি স্বরূপ যে কয়জন এই দুঃসহ অগ্নিপরীক্ষার জন্য বিধাতা কর্ত্তৃক বিশেষ রূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন তাঁহারা ধন্য, তাঁহাদের জীবন সার্থক। রাজরোষরক্ত-অগ্নিশিখা তাঁহাদের জীবনের ইতিহাসে লেশমাত্র কালিমার সঞ্চার না করিয়া বার বার স্বুবর্ণ অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছে

বন্দে মাতরম্।

২রা ফাল্গুন
১৩১২। } শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

অনন্তর বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। সুরেন্দ্রবাবুর মূল বক্তৃতা এই স্থলে উদ্ধৃত হইল :—

Sir,—we are assembled here to-night to perform what I, for one, regard as a solemn patriotic duty and, in respect of which, I will add that we are not to be deterred therefrom by the frowns or the smiles of power. I think, Sir, our countrymen have proved, by the hard logic of facts which have transpired within the last few months, that the Bengali of to-day is a very differentpersonage from the Bengali as he is represented to be by historians, more anxious to round off their sonorons periods than to tell the real and veritable truth. Our countrymen have proved and the martyrs, whom we are about to honour to-day, have had a large share in it, our countrymen have proved by their sufferings that repression will not daunt them. We have read the lessons of history and we have read in a book, which we highly prize, that the blood of the martyrs is the cement of the Church. Our cause, consecrated by the sufferings of our youngmen, will grow in stregth and vitality as the years roll on. We have heard the story of the young men of Mymensing. They were sent to the lock-up in connection with some Swadeshi incident. As soon as they found themselves within their prison cells, they made the prison walls resound with the echoes of their

patriotic songs. The hearts of the jailers were touched, for after all they are human. They brought them food which they declined to partake of. The terrors of the law will not indeed daunt us. We have cheerfully submitted to the stroke of the whip. With equal alacrity have we suffered the rigours of imprisonment; and now are gathered together in this hall to declare to the world that those, who have suffered for their devotion to the *Swadeshi* cause, have not been degraded in our estimation but that, on the contrary, their punishments have enhanced the public respect which is felt for them and have won for them a high place in our affectionate regard. It is not indeed possible for us to reverse the decrees of our rulers. We are impotent our voice and our vote count for nothing in the counsels of the Empire. But, in our social and domestic concerns, we are still all powerful. Here we permit no intrusion of any kind on the part of any one. Here, in this domain which is exclusively reserved for us, we say. "Hands off – this is our affair and not yours." If we cannot reverse the decrees of our rulers, we can, at any rate, guide and control the public mind of Bengal. If we cannot modify the punishments which have

been inflicted, we can, at any rate, neutralize their effect upon public opinion. If the object of punishment be to deter by degrading, we say that those who have suffered in the *Swadeshi* cause shall not be degraded. If the object of punishment be to deter by the infliction of pain, we say that pain cheerfully borne is no deterrent, and pain is cheerfully borne when the plaudits of the whole community and the mandate of an approving conscience follow the infliction. It has been asked whether it is constitutional to hold a demonstration such as this, and if constitutional, whether it is wise and expedient? I venture to answer both these questions in the affirmative. The authorities of the State hold their powers as a trust for the public good. The public are their masters and they are truly public servants—not in a figurative, but in a higher and literal, sense. The public have therefore every right to sit in judgement on their conduct. They do so every day in connection with executive orders. The same principle applies to judicial decisions. Our Anglo-Indian fellow-citizens have set an excellent example to us in this respect. You know what they do when they believe that any of their community has been wrongly punished by a court of law. They

agitate, and agitate and never cease to agitate until they have obtained some sort of redress. You know what they did in connection with the Bain case. Even after the accused had been discharged by the High Court, they submitted a protest to Government, with a view to prevent a recurrence of proceeding such as those which had formed the subject matter of their complaint. We are, therefore, quite within our rights in holding this demonstration. But is it wise and consistent with prudence and considerations of expediency? I confess this is, a question somewhat more difficult and complicated. But I ask—is it possible to overlook the moral significance and the educative value of a demonstration like this? If the political and moral education of the people be a supreme factor in the evolution of national life, then I venture to hold that the demonstration of to-day is abundantly justified. It might be said that a meeting like the present will still further irritate our rulers. I fear it is too late in the day to bring forward an argument of this kind. We have been offending our rulers rather too frequently in recent years. The Indian National Congress is a huge offence. The smaller Provincial Conferences are so many offences on a somewhat re-

duced scale. Our political agitations are a perennial source of irritation. The agitation against the partition of Bengal is cordially detested as implying a perverse determination, on our part, not to accept what is regarded as an accomplished fact. I ask you—are you prepared to give up the Congress, to close your Conferences, to abandon political agitation and to accept the partition of Bengal and go down on your knees and invoke the blessing of Almighty Providence on your rulers for the boon which they have thrust upon you against your wishes and which, forsooth, you in your folly, are not able or are unwilling to appreciate ! I fear, you are not prepared to do anything of the sort. I fear, it is too late in the day to discuss the question of pleasing or displeasing the authorities. We cannot hunt with the hounds, and run with the hare. We cannot serve both God and Mammon. For my part, as one going down the vale of years, I will say this, that I have made my choice—definite, clear and pronounced Have you made yours ? I ask you whether you have decided to serve God or Mammon ; whether you will consecrate yourselves to the service of your country or the furtherance of your personal self-aggrandisement ? Let there go forth a

spontaneous outburst of expression from this great gathering that we, who are assembled here, are resolved to live and die for the Swadeshi cause. The line of cleavage between the rulers and the ruled is becoming wider day by day. I ask—who is responsible for it ? God knows that that awful burden does not rest upon our heads. Our rulers are responsible. Those who misapprehned the situation and who coming from the wilds of the Central Provinces, misunderstand the temper and character of the people of Bengal are accountable for the unhappy tension and excitement which prevail throughout these provinces. They seek to repress, where the sovereign remedy is conciliation. They seek to quench the flame by the application of force, and the flame blazes forth with redoubled fury. But whatever may be the defects of our rulers—and there has been a distinct deterioration in their qualities—our course of duty is plain and simple, namely to serve our country with unflinching devotion to her interest and to the cause of constitutional agitation which we are resolved to uphold. You, gentlemen, have by your sufferings set up a noble example, and it is because we mean to profit by that example that we are here to-

night. We desire to record a vote of confidence in your favour—not in your interest, but in our own—we want to declare to the world that your punishments have not degraded you, that punishments cheerfully borne in the country's cause, never degrade any one, but they are the passports to public honour and popular applause and affection and to the affection and gratitude of the country. Martyrs in our cause, go forth from this hall impressed with the conviction that in honouring you we proclaim to the world our firm determination to honour the future martyrs of our race. You are among the first of the glorious band. I am sure, you will not be the last. But whether first or last, in your sufferings you had our sympathies and now in the hour of your triumph you enjoy, in an un stinted measure, the blessings of your fellow-countrymen. In honouring the martyrs, how-ever let us not forget the cause for which they have suffered. I ask you to rise from your places and cry out *Bande Mataram.*

(At this the whole meeting rose to a man and there was a loud and prolonged shouting of *Bande Mataram.*)

Continuing, the speaker said :—Renew the *Swadeshi* vow—the solemn vow—before you go,

that you will abstain, as far as in your power lies, from purchasing and using foreign goods, and that you will, to the best of your powers, use and purchase home made and indigenous articles. Will you take this vow in the presence of God and man?

Loud and prolonged cries of *Bande Mataram*.

সুরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা।

(মর্ম্মানুবাদ)

আমরা অদ্য যে অভিপ্রায়ে এই সভাস্থলে সমবেত হইয়াছি তাহা অতীব মহান্ এবং দেশের পক্ষে অশেষ কল্যাণের আকর। আমরা শক্তিমান্‌দিগের নিগ্রহ বা অনুগ্রহের ভয়ে কোনক্রমেই এই কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত হইতে পারি না। গত কয়েক মাসের মধ্যে প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে আমাদিগের দেশের লোকে অবলীলাক্রমে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, যে ঐতিহাসিকেরা সরল সরল সত্যের আবৃত্তি অপেক্ষা কল্পনাময় ললিত-পদ-বিন্যাসে সমধিক অনুরাগী সেই সকল লেখকের বর্ণিত বাঙ্গালী এবং এখনকার বাঙ্গালী এই উভয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়।

আমাদিগের দেশের লোকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, বিশেষতঃ অদ্য যে সকল লাঞ্ছিত মহোদয়কে সম্মানিত করিতেছি তাঁহারা দেখাইয়াছেন, যে নির্য্যাতনে তাঁহারা ভীত হইবার পাত্র নহেন।

আমরা ইতিহাসের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, সম্মান-যোগ্য পাশ্চাত্য গ্রন্থেই পাঠ করিয়াছি যে সর্ব্বত্রই ভক্তদিগের রক্তে ধর্ম্মের ভিত্তিমূল দৃঢ়তর হইয়াছে। আমাদিগের যুবকসম্প্রদায়ের কষ্টসহিষ্ণুতায় আমাদিগের মহান্ উদ্দেশ্য দিন দিন অধিকতর শক্তি সংগ্রহ করিয়া পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। ময়মনসিংহের যুবকদিগের কথা আমরা সকলেই শুনিয়াছি, স্বদেশী ব্যাপারের সংশ্রবে তাহারা অবরুদ্ধ হইয়াছিল, কারাগৃহে প্রবেশ করিয়াই তাহারা দেশানুরাগপ্রকাশক সঙ্গীতের ধ্বনিতে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়াছিল। কারারক্ষকদিগের হৃদয় গলিয়া গেল, তাহারা ত মানুষ; তাহারা খাদ্য আনিয়া দিল কিন্তু যুবকেরা হাজতে আনীত খাদ্য পরিগ্রহণ করিল না। রাজবিধানের বিভীষিকা আমাদিগকে কখনই বিচলিত করিবে না। আমরা অম্লান বদনে বেত্রদণ্ডের আঘাত সহ্য করিয়াছি, অবিচলিত চিত্তে কারাগারে গমন করিয়াছি, এবং এক্ষণে এই সভাক্ষেত্রে সমবেত হইয়া সমগ্র জগৎকে দেখাইতেছি যে যাহারা স্বদেশী আন্দোলনের সংশ্রবে নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছেন তাঁহারা আমাদিগের নিকটে কোন ক্রমেই সম্মানভ্রষ্ট বা গৌরবহীন হন নাই। বরং তাঁহাদিগের লাঞ্ছনা ভোগে সাধারণের নিকট তাঁহাদিগের সম্মানবৃদ্ধি হইয়াছে এবং তাঁহারা সাধারণের অধিকতর অনুরাগের পাত্র ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়া লোকের হৃদয়ে উচ্চতর স্থান অধিকার করিয়াছেন।

রাজাদেশের প্রত্যাহার করা আমাদিগের পক্ষে সম্ভব নহে।

আমরা অশক্ত, আমাদিগের উক্তি, আমাদিগের মত, রাজ্য পরিচালন কালে গণনার যোগ্য বিবেচিত হয় না। কিন্তু আমাদিগের সামাজিক ও গার্হস্থ্য ব্যাপারে আমরা এখনও সম্পূর্ণ শক্তিসমন্বিত। সেখানে আমরা অপর কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দিইনা। সে রাজ্য আমাদিগের, তথায় অনধিকারীদিগকে আমরা অনায়াসে অপসারিত করিয়া দিতে পারি, বলিতে পারি সরিয়া যাও এ আমাদিগের বিষয়, তোমাদিগের আলোচ্য নহে। রাজদেশের ব্যতিক্রম সংঘটন আমাদিগের অসাধ্য হইলেও বঙ্গের জন সাধারণের মনোরাজ্যে আমরা শাসনকর্ত্তা ও পরিচালক রূপে প্রতিভাত হইতে পারি। আমরা রাজদণ্ডের অন্যথা করিতে না পারিলেও তাহাতে যেন সমাজের মত পরিবর্ত্তিত না হয়, এরূপ ব্যবস্থা করিতে পারি। লোকের নিকট অবজ্ঞাত করা যদি দণ্ড প্রয়োগের উদ্দেশ্য হয়, যাহারা স্বদেশী আন্দোলনের সংস্পর্শে দণ্ডিত তাহারা অবজ্ঞাত হইবে না এই স্থির করিয়া আমরা সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিতে পারি। যদি কষ্ট দিয়া কার্য্য রহিত করা দণ্ড প্রয়োগের উদ্দেশ্য হয়, আমরা মনে করিব প্রফুল্লচিত্তে যে কষ্ট সহ্য করা যায় তাহা কার্য্যের প্রতিরোধক নহে। দণ্ড সহিলে মনে অসন্তোষ জন্মে না, সমগ্র সমাজের প্রশংসা ও সমাদর লাভ হয় এবং বিবেকের বিচারে আত্মপ্রসাদ জন্মে, সেই দণ্ড অম্লান বদনে সহ্য করা যায়।

প্রশ্ন উঠিয়াছে, এরূপ সম্মানার্থ সভা করা ব্যবস্থাবিরোধী কি না, এবং ব্যবস্থাবিরোধী না হইলেও যুক্তিসিদ্ধ কিনা? এই

প্রশ্নের উত্তরে আমি বলি ইহা ব্যবস্থাসঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত। সাধারণের হিতার্থই রাজ্যশাসন। প্রত্যেক রাজকর্ম্মচারী সাধারণের ভৃত্য, তাহাদিগের শক্তি প্রজার মঙ্গলার্থ তাহাদিগের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। তাহারা সাধারণের সেবক (সরকারী চাকর) ইহা উক্তি মাত্র নহে প্রকৃত প্রস্তাবেই তাহারা জনসাধারণের ভৃত্য। সুতরাং তাহাদিগের কার্য্য কলাপের সমালোচনায় সাধারণের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। শাসন বিভাগের অনুমতি সম্বন্ধে প্রত্যহই লোকে সমালোচনা করিয়া থাকে। আদালতের মীমাংসা সম্বন্ধেও এই নিয়ম অনুসৃত হয়। এ বিষয়ে এ দেশের "এংগ্লো ইণ্ডিয়ান্" সম্প্রদায় আমাদিগকে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন; আপনারা জানেন তাঁহাদিগের সম্প্রদায়ভুক্ত কোন ব্যক্তি রাজদ্বারে অবৈধ ভাবে দণ্ডিত হইয়াছেন বিশ্বাস হইলে তাঁহারা কি করেন? তাঁহারা পুনঃ পুনঃ আন্দোলন করেন, এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন প্রকার প্রতিকার লাভ না হয় ততক্ষণ আন্দোলনে বিরত হন না। "বেইনকেস্" নামক প্রসিদ্ধ মামলায় তাঁহারা কি করিয়াছিলেন, তাহা আপনারা অবগত আছেন। হাইকোর্টে আসামী অব্যাহতি পাইবার পরেও তাঁহারা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়া প্রার্থনা করেন যে ভবিষ্যতে বিচারের অভিনয় যেন আর না হয়। সুতরাং এই সম্মান প্রকাশের সভা করিয়া আমরা প্রজস্বত্বের ব্যতিক্রম করি নাই, বরং এরূপ করায় আমাদিগের শান্তিপ্রিয়তা ও কর্ত্তব্যের উপলব্ধিই প্রকাশ পাইতেছে।

কিন্তু আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ অনুষ্ঠান কি সুবুদ্ধির পরিচায়ক ও যুক্তিসঙ্গত? আমি স্বীকার করি এবারকার সমস্যা অপেক্ষাকৃত জটিল ও কঠিন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এরূপ সম্মান সভার নীতিগত সুফল ও শিক্ষাবিধায়িনী শক্তি কি কোন অংশে উপেক্ষণীয়? জাতীয় জীবনের বিকাশে যদি রাজনীতিগত ও ধর্ম্মনীতিগত শিক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, অদ্যকার সভার যথেষ্ট সার্থকতা আছে।

এরূপও বলা যাইতে পারে, যে ঈদৃশ সভায় রাজপুরুষদিগের আরও বিরক্তি বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু বোধ হয় এখন এরূপ তর্কের সময় আর নাই। আমরাত গত কয়েক বৎসর পদে পদেই রাজ-পুরুষদিগের নিকট অপরাধী হইতেছি। জাতীয় মহাসমিতির অনুষ্ঠান একটী ভয়ঙ্কর অপরাধ। ছোট ছোট প্রাদেশিক সমিতি গুলি বোধ হয় কিয়ৎ পরিমাণে লঘু অপরাধ। আমাদিগের রাজনীতিক আন্দোলনাদিও প্রভুদিগের চিরদিন বিরক্তির মূল। বঙ্গব্যবচ্ছেদ সম্বন্ধে আমাদিগের দেশব্যাপী প্রতিবাদ, আমাদিগের জঘন্য নির্ব্বন্ধাতিশয়ের নিদর্শন ও অনুষ্ঠিত বিভাগ স্বীকারে অবৈধ অপ্রবৃত্তি বলিয়া ঘৃণিত হয়। আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনারা কি জাতীয় মহাসমিতি বন্ধ করিবেন? প্রাদেশিক সমিতিগুলি পরিত্যাগ করিবেন, রাজনীতিচর্চ্চা পরিহার করিবেন? আপনারা কি বঙ্গব্যবচ্ছেদের আদেশ শিরোধার্য্য করিতে প্রস্তুত আছেন? এবং জানু অবনত করিয়া ভগবৎসমীপে রাজপুরুষদিগের মঙ্গল

কামনা করিয়া আপনারা কি বলিবেন, যে মোহান্ধবশে যাহার উপকারিতা আপনারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না, আপনাদিগের ইচ্ছার প্রতিকূলে সেই-মহোপকার সাধনের জন্য আপনারা বাধিত হইয়াছেন? আমার বোধ হয় আপনারা কেহই এরূপ করিতে স্বীকৃত নহেন। রাজপুরুষেরা কিসে তুষ্ট হইবেন, কিসে রুষ্ট হইবেন, তাহার মুখাপেক্ষী হইবার সময় চলিয়া গিয়াছে। আমরা শিকারী কুকুরের সঙ্গে শিকার করিব ও পলায়নপর শশকের সহিত লুকাইবার চেষ্টা করিব, এই উভয়দিকে চলিতে পারিব না। আমরা জগদীশ্বর ও ধনেশ্বর উভয়ের সেবা করিতে পারি না। আমার জীবনের অধিত্যকাদেশ হইতে অবরোহণ কালে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে নির্দ্দিষ্ট পরিষ্কৃত ও স্পষ্টভাবে আমি আমার সঙ্কল্প স্থির করিয়াছি। আপনারা কি আপনাদিগের ইতিকর্ত্তব্যতা নির্ণয় করিয়াছেন? আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনারা জগদীশ্বরের সেবা করিবেন, না ধনেশ্বরের সেবা করিবেন? আপনারা জন্মভূমির সেবায় জীবন সমর্পণ করিবেন, না ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির পন্থানুসরণ করিবেন? এই মহতী সভার কেন্দ্রস্থল হইতে প্রচার হউক যে এই স্থানে আমরা সমবেত হইয়া সত্যবদ্ধ হইতেছি স্বদেশী ব্যাপারের জন্য আমরা বাঁচিতে মরিতে প্রস্তুত রহিলাম। শাসিত ও শাসনকর্ত্তাদিগের মধ্যে বিচ্ছেদ-রেখা দিন দিন বিস্তারিত হইতেছে। ইহার জন্য দায়ী কে? জগদীশ্বর জানেন এই দায়িত্বের গুরুভার আমাদিগের শিরোপরি ন্যস্ত নহে, ইহার জন্য আমাদিগের শাসকবর্গই সম্পূর্ণ দায়ী। যাঁহারা

প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারেন না, মধ্যপ্রদেশের মহাবন হইতে সমাগত হইয়া যাঁহারা বাঙ্গালীর মনোভাব ও প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ নহেন, এই দেশব্যাপী শোচনীয় বিরোধ ও উত্তেজনার জন্য তাঁহারাই দায়ী। যেখানে মিলন ও সান্ত্বনায় কার্য্য হয় সেইখানে তাঁহারা কঠোর দমন নীতির প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহারা অগ্নিশিখা বলপ্রয়োগে নির্ব্বাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, শিখা দ্বিগুণবেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আমাদিগের রাজপুরুষদিগের দোষ যাহাই হউক না কেন, তাঁহাদিগের গুণবত্তার যতই লাঘব ঘটিয়া থাকুক, আমাদিগের কর্ত্তব্য পথ সরল ও স্পষ্টই রহিয়াছে। দেশের সেবায় অবিচলিত চিত্তে নিযুক্ত হওয়া ও বিধিসঙ্গত উপায়ে আন্দোলনে প্রবৃত্ত থাকা আমাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য।

মহোদয়গণ! আপনারা লাঞ্ছনাভোগ করিয়া আমাদিগের সম্মুখে যে উচ্চ আদর্শ উপস্থাপিত করিয়াছেন সেই আদর্শে আমরা লাভবান্ হইব বলিয়া এস্থলে সমবেত হইয়াছি। আপনাদিগের উপর আমাদিগের আস্থা ও অনুরাগ আছে ইহা আপনাদিগের সম্মানার্থ নহে, আমাদিগের নিজেরই মঙ্গলার্থে লিপিবদ্ধ করিতেছি। আমরা সমস্ত জগৎসমক্ষে প্রকাশ করিতে চাহি যে আপনাদিগের উপর দণ্ডপ্রয়োগে আপনারা অপদস্থ হন নাই, দেশের কল্যাণার্থ প্রফুল্লচিত্তে শাস্তি সহ্য করায় কাহারও গৌরব হানি হয় না বরং তাহাতে সাধারণের নিকট সম্মানবৃদ্ধি ও প্রশংসা লাভ হয়। এবং দেশের লোকের স্নেহ ও কৃতজ্ঞতা আকর্ষণ করে।

আমাদিগের পবিত্র ব্রতের নিমিত্ত লাঞ্ছিত মহোদয়গণ আপনাদিগের সম্মানে আমরা জগৎ সমক্ষে প্রচার করিতেছি যে আমাদিগের দেশের ভবিষ্যৎ লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত মহোদয়-বর্গকে সম্মানিত করিতে আমরা কৃত সংকল্প হইয়াছি ; সভাস্থল পরিত্যাগ কালে আপনারা এই ধারণা হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া যাইবেন। সেই গৌরবান্বিত মহাত্মাদিগের মধ্যে আপনারাই প্রথম ও অগ্রবর্ত্তী। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি আপনারাই সর্ব্বশেষ বলিয়া পরিগণিত হইবেন না। পরন্তু, প্রথমই হউন আর শেষই হউন, নিশ্চয় জানিবেন আপনাদিগের লাঞ্ছনায় আমাদিগের প্রত্যেকের সহানুভূতি ছিল, এবং এক্ষণে আপনাদিগের বিজয় লাভের মাহেন্দ্রক্ষণে আপনারা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সমগ্র স্বদেশ বাসীর আশীর্ব্বাদ লাভ করিতেছেন। লাঞ্ছিত দিগের প্রতি অনুরাগ প্রকাশের সময়ে যে ব্রতের জন্য তাঁহাদিগের লাঞ্ছনা ভোগ হইয়াছে সে কথা আমরা যেন ভুলিয়া না যাই। আমি আপনাদিগকে দণ্ডয়মান হইয়া "বন্দে মাতরম্" এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে বলিতেছি।

(সকলে দাঁড়াইয়া বার বার বন্দেমাতরম্ বলিলেন) প্রস্থানের পূর্ব্বে আপনারা পুনর্ব্বার স্বদেশী প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হউন, সাধ্যমত বিদেশী দ্রব্যের বর্জ্জন, স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার ও প্রচারে ব্রতী থাকিবেন এই মহতী প্রতিজ্ঞার পুনরাবৃত্তি করুন, মানবের সম্মুখে জগদীশ্বরের সম্মুখে এই গভীর সংকল্প দেদীপ্যমান রাখুন, ইহাই আমার বক্তব্য।

[চারিদিকে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি উচ্চারিত হইতে লাগিল। বক্তা আসন গ্রহণ করিলে আবার জয়ধ্বনি হইতে লাগিল।]

উপহার প্রদান।

সুরেন্দ্র বাবু বক্তৃতা শেষ করিয়া লাঞ্ছিত মহোদয়গণকে একে একে আহ্বানপূর্ব্বক পদক, বন্দেমাতরম পরিদোলক বা লকেট, বন্ধনী ব্রুচ এবং প্রশংসাসূচক রুমাল প্রদান করিলেন। পদকগুলি রৌপ্য নির্ম্মিত; পদকে এবং প্রশংসা পত্রে লাঞ্ছিত দিগের নাম লিখিত ছিল। সুরেন্দ্র বাবু নাম ধরিয়া একে একে সকলকে আহ্বান পূর্ব্বক পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করিলেন এবং অবশেষে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে পদকাদি ও প্রশংসা সূচক রুমাল উপহার দিলেন।

যাহারা পদক, লকেট প্রভৃতি উপহার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সভায় উপস্থিত থাকিয়া সুরেন্দ্র বাবুর নিকট হইতে উপহার গ্রহণ করিয়া ছিলেন। যাহারা সভাস্থলে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদিগের নিমিত্ত প্রস্তুত পদকাদি সুবিধাক্রমে প্রেরিত হইবে এই মীমাংসান্তে তখন তুলিয়া রাখা হইল। প্রথমে সভার অধিবেশনস্থল সম্বন্ধে গোলযোগ ঘটায় সংবাদ আদান প্রদানের অনেক ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। এমন কি শেষে জানা গেল অনেক লাঞ্ছিত ব্যক্তি আদৌ সংবাদ পান নাই। সহৃদয় মহাত্মারা ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

এই সময়ে "আমার যায় যাবে জীবন চলে, শুধু তোমার কাজে, জগৎ মাঝে, বন্দেমাতরম্ ব'লে', এই সঙ্গীতটি ভবানীপুরের স্বদেশ সেবক সম্প্রদায় দ্বারা গীত হইয়া শ্রোতৃবর্গকে বিমোহিত ও উত্তেজিত করিয়াছিল। এই সঙ্গীত ও জয়ধ্বনি শেষ হইলে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ নিম্নলিখিত মহোদয়গণের ধন্যবাদ করেন।

১। শ্রীযুক্ত মতিলাল রাধাকিষণ, কাষ্ঠ বিক্রেতা। ইনি অসময়ে, প্রার্থনা পত্র প্রাপ্তি মাত্রেই এই রঙ্গমঞ্চে সভা করিবার অনুমতি প্রদান করেন।

২। বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ মল্লিক ১৬৪ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট। ইনি স্বহস্তে নির্ম্মিত ৭ খানি কারুকার্য্য সংবলিত কাষ্ঠফলক "বন্দে মাতরম্" শব্দাঙ্কিত করিয়া সাতজনাকে প্রদান করিবার জন্য সম্পাদকের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাহা ঐ সভায় প্রদত্ত হইয়াছে।

৩। এইচ, বসু, ইনি কুন্তলীন প্রেসের স্বত্বাধিকারী। প্রদত্ত রুমাল ছাপিবার জন্য অভ্যর্থনা সমিতির নিকট হইতে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই।

৪। ভবানীপুরের বাবু প্রভাসচন্দ্র দাস। ইনি বিপিন বাবু ইন্দ্র বাবু এবং যতীন বাবুকে উপহার দিবার জন্য তিনটি বন্দে মাতরম্ অঙ্কিত নিকেল নির্ম্মিত সেফটি পিন ও তিনটি পুষ্পগুচ্ছ প্রদান করিয়াছিলেন।

২। জোড়াসাঁকো সেন কোম্পানির স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত

অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। ইনি সমুদয় পুষ্পগুচ্ছ ও মাল্য প্রভৃতি প্রদান করিয়াছিলেন।

অনারেবল বাবু ভূপেন্দ্র নাথ বসু সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, বৃষ্টির প্রাবল্যে ও জনতার বাহুল্যে ঐ পত্র কিঞ্চিৎ বিলম্বে মঞ্চোপরি উপস্থাপিত হইয়াছিল, সুতরাং তাহা এই সময়ে পঠিত হইল। পত্রখানি এই—

"My dear Kabyabisarad, I am truly sorry that a too recent bereavement renders it impossible for me to attend to-day's meeting held in honour of the martyrs in the Swadeshi cause. I am in hearty sympathy with the object of the meeting. It is the height of supercilious sanctimoniousness to treat these gentlemen as convicted criminals : neither history nor ethics would justify such an attitude of mind towards men who have dared the terrors of the law for the sake of their convictions. Constitutional authority not unoften represents hidebound superstition or ignorance ; and those great men who have hallowed the history of the world have suffered for what they believed and preached as the true principles of religious or national life. Jesus of Nazareth, whom the peoples of Europe profess to worship and adore, was a

convict, sentenced by a constitutional authority; and the regenerator of the French nation, Joan of Arc, was burned at the stake by authority legally exercised. I might name Luther and Galileo, and coming to our own times and to lesser men, the Nonconformist ministers who have suffered imprisonment for disobedience of the Education Act. Our gratitude is due to our friends for proving to the world that the Bengalees of to day can do more than talk—they can suffer for their country—and their truest reward will be not what we can offer them at this meeting, but their example always kept in sight and borne in mind. May He, who holds in the hollow of his palm the weak and the strong, and judges them equally, grant them years of strenuous work, to the glory of His name and the everlasting good of my unhappy country, is the earnest prayer of.

Yours sincerely,
Bhupendra Nath Bose,

এই পত্রের মর্ম্মঃ—

প্রিয় কাব্যবিশারদ—স্বদেশের কল্যাণ কামনায় যাঁহারা লাঞ্ছিত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রকাশের সভায়, অধুনাতন একটী পারিবারিক দুর্ঘটনার জন্য উপস্থিত হইতে

পারিলাম না বলিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। অদ্যকার সভার কার্য্যে আমার আন্তরিক সহানুভূতি আছে। এই সকল লাঞ্ছিত মহাত্মাগণকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত জ্ঞানে ঘৃণা করা বড়ই নীচতার পরিচায়ক। দেশের মঙ্গলের জন্য যাঁহারা রাজদণ্ড দেখিয়াও বিচলিত হন নাই, তাঁহাদিগকে ঘৃণা করা ঐতিহাসিক অথবা দার্শনিক কাহারও দৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত নহে। রাজপুরুষগণ অনেক সময়ে ভ্রমে পতিত হইয়া প্রকৃত মহাত্মাদিগকে লাঞ্ছিত করেন সত্য, কিন্তু মহাত্মারা কখনও রাজপুরুষগণের ভ্রুকুটী ভঙ্গীতে বিচলিত হন না। যে যিশুখৃষ্টকে আজ সমগ্র ইউরোপ পূজা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ, সেই খৃষ্টও বিধিসঙ্গত বিচারালয়ে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন; ফ্রান্সের উদ্ধারকর্ত্রী জোয়ান অফ আর্ককে রাজপুরুষগণ রাজ বিধানের দোহাই দিয়া দগ্ধ করিয়াছিল; মাটিন লুথার, গ্যালিলিও এবং আমাদের সমকালে বহু সংখ্যক নন্‌কনফামিষ্ট মন্ত্রী কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন। যে সকল মহাত্মা সমগ্র পৃথিবীর নিকট সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, বাঙ্গালী কেবল বাক্যবীর নহেন, কর্ম্মবীর, তাঁহারাও দেশের কল্যাণের জন্য সকল প্রকার উৎপীড়ন সহ্য করিতে পারেন, সেই সকল মহাত্মা বাস্তবিকই আমদের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র। অদ্যকার সভাতে আমরা যাহা উপহার দিতেছি, তাহাই তাঁহাদের চরম পুরস্কার নহে; দেশের সকলেই যে তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিবে, ইহাই তাঁহাদের প্রকৃত পুরস্কার। যিনি দুর্ব্বল ও বলবান্‌কে সমদৃষ্টিতে দেখিয়া সমান

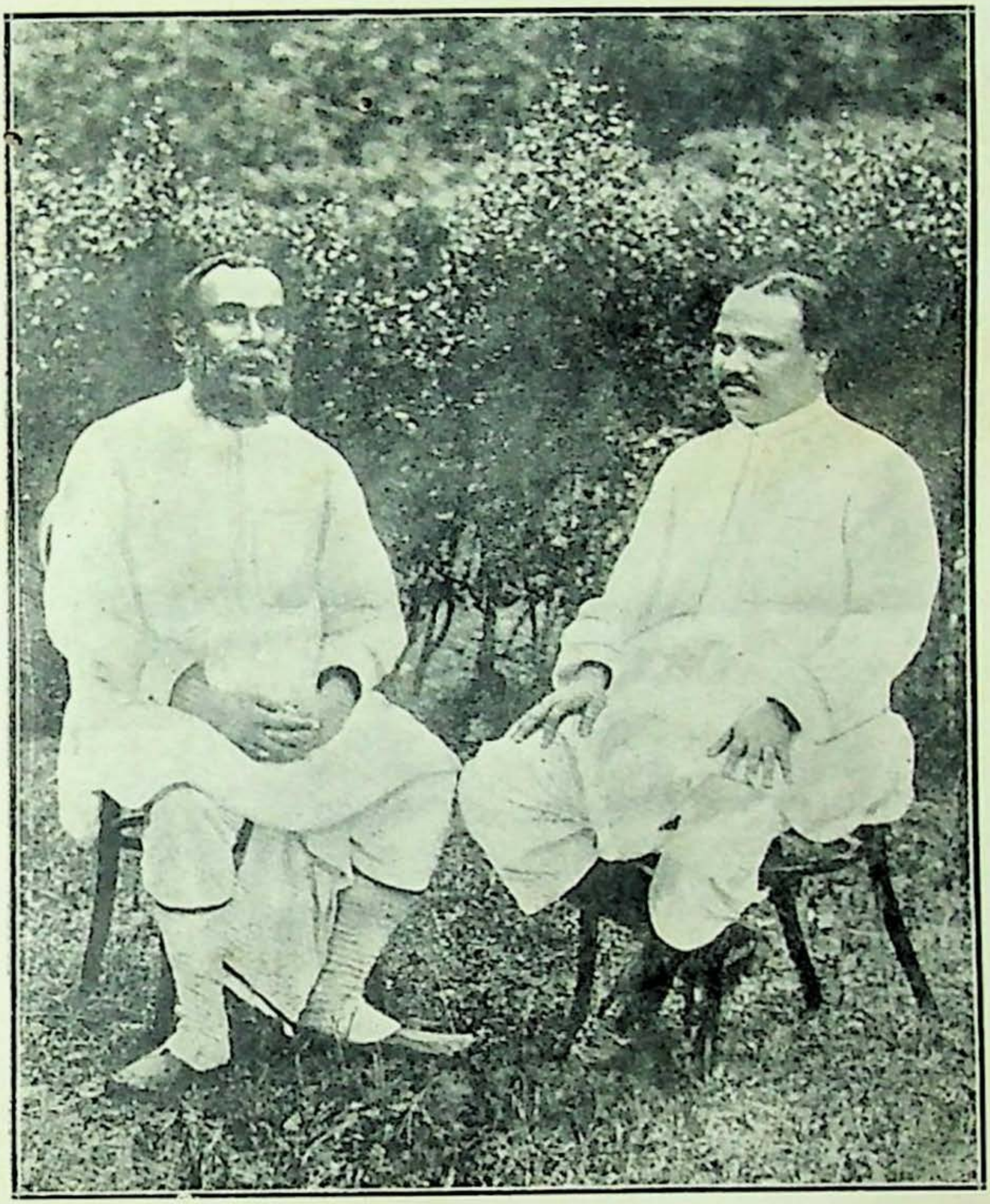
বিচার করেন, সেই সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান্ এই সকল মহাত্মাদিগকে দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবার জন্য—চিরদুঃখিনী বঙ্গভূমির দুঃখ মোচন করিবার জন্য, সুদীর্ঘ আয়ুঃ প্রদান করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

নিবেদক

শ্রীভূপেন্দ্র নাথ বসু।

অনন্তর "দণ্ড দিকে চণ্ডমুণ্ডে এস চণ্ডি যুগান্তরে, পাষণ্ড প্রচণ্ড বলে অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করে," এই আগমনী সঙ্গীত গীত হইল। তৎপরে বানারীপড়ার (বরিশাল) শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন গুহ ঠাকুরতা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া একটী অনতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এই অশীতপর বৃদ্ধের প্রত্যেক কথায় লোকের হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল। কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট, জানকীনাথ দত্ত নামক যে বালকটিকে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন, সেই বালকের পিতা বাবু বসন্তকুমার দত্ত পুত্রের মুখপাত্র স্বরূপ সভার অনুষ্ঠাতৃবর্গের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অনন্তর হবিবপুরের লাঞ্ছিত ব্যক্তিদিগের অন্যতম বাবু বিপিনচন্দ্র গুহ সভার কর্তৃপক্ষের ধন্যবাদ করিয়া সভাপতির হস্তে নয় আনা পয়সা দিয়া বলিলেন যে, তিনি এবং তাঁহার সহযোগীরা যখন কারামুক্ত হয়েন, তখন কারাধ্যক্ষ তাঁহাদের পাথেয় স্বরূপ এই নয় আনা পয়সা প্রদান করিয়াছিলেন। এই পয়সা ন্যাশন্যাল ডিফেন্সফাণ্ডে প্রেরণ করিবার জন্য বিপিন বাবু সভাপতিকে অনুরোধ করিলেন।



শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।　　　　শ্রীকালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ।

ঢাকাবাসীর পক্ষ হইতে বাবু জ্ঞানচন্দ্র রায় বি, এল, সভার অনুষ্ঠাতাদিগের ধন্যবাদ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন, কাব্যবিশারদ মহাশয় দেশের কল্যাণ কামনায় যে প্রকার অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন নিজের শারিরীক সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া যে প্রকার দেশে দেশে স্বদেশী আন্দোলনের জন্য ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন, তাহাতে তিনি সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। তাহার উপর প্রভূত অর্থব্যয় পূর্ব্বক তিনি লাঞ্ছিতদিগের উপহার প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া বঙ্গবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আর, মাননীয় সুরেন্দ্র বাবুর বিষয় কিছু বলাই নিস্প্রয়োজন। সুরেন্দ্র বাবুর দেশহিতৈষিতা, তাঁহার সাহস, তাঁহার অদম্য উৎসাহ কেবল বঙ্গদেশে নহে, সমগ্র ভারতে অতুলনীয়। সুরেন্দ্র বাবুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারিলে সকলেই আপনার জীবন সার্থক বলিয়া মনে করেন। প্রবীণ স্বদেশহিতৈষী, সুবিজ্ঞ, পণ্ডিতপ্রবর নরেন্দ্রনাথ সেন যে ইণ্ডিয়ান মিরারের গুরুতর সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াও দেশের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, ইহা বঙ্গবাসী মাত্রেরই গৌরবের কথা। নরেন্দ্র বাবু এই সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া লাঞ্ছিত দেশভক্তগণের গৌরব শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছেন। সুরেন্দ্র বাবু ও নরেন্দ্রবাবুর ধন্যবাদ উপযুক্ত ভাবে করা আমার সাধ্যাতীত।

তবে কাব্যবিশারদ মহাশয়ের বিষয়ে আমি আরও কয়েকটী

কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না। তাঁহার মত ব্যক্তি এরূপ শ্রম স্বীকার ও অকাতরে অর্থব্যয় না করিলে অদ্যকার এই অলৌকিক দৃশ্য নয়নগোচর হইত না। এ প্রস্তাব তাঁহার, এ উদ্‌যোগ তাঁহার, ব্যয় ভারও তাঁহার; তিনি বিঘ্নে নিরস্ত হন নাই, সুতরাং এ উদ্যোগ যে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে সেজন্য তিনি স্বদেশবাসীর অজস্র ধন্যবাদের পাত্র। অধিক কি বলিব, তাঁহার গুণগ্রাহিতায় আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।

জ্ঞানচন্দ্র বাবুর বক্তৃতা শেষ হইলে মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন বলিলেন যে, ১৬ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার অপরাহ্নে কলিকাতার মুসলমানগণ লাঞ্ছিত ব্যক্তিদিগের প্রতি সম্মান প্রকাশ করিবার জন্য এলবার্ট হলে একটী সভা করিবেন। অনন্তর ডাক্তার গফুর ওজস্বিনী ভাষায় একটী অনতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিলে সভাপতির ধন্যবাদ পূর্ব্বক সভা ভঙ্গ করা হইল। সভাভঙ্গের পূর্ব্বে স্বদেশ-সেবক সম্প্রদায় আর একটী জাতীয় সঙ্গীত গান করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় সভা।

উল্লিখিত সভা ভঙ্গকালে প্রবলবেগে বারি বর্ষণ হইতেছিল বলিয়া অন্যূন তিন সহস্র শ্রোতা গ্রাণ্ড থিয়েটার পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তখন সর্ব্বসম্মতিক্রমে তথায় একটী স্বদেশী সভার অধিবেশন হইল। এই সভায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বাবু

বিপিনচন্দ্র পাল, পণ্ডিত গীষ্পতি কাব্যতীর্থ, ডাক্তার আবদুল গফুর প্রভৃতি অনেকে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। স্বদেশ-সেবক সম্প্রদায় এই সভাতেও জাতীয় সঙ্গীত গান করিয়াছিল।

মুসলমান সমাজের সম্মান প্রকাশ।

৪ঠা ফাল্গুন শুক্রবার লাঞ্ছিত স্বদেশভক্তদিগের অভ্যর্থনা করিবার জন্য মুসলমান সমাজের কয়েকজন নেতা এলবার্ট হলে একটী সভার অধিবেশন করিয়াছিলেন। ঐ দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল এবং ক্রমাগত বৃষ্টিপাত হইতেছিল। এরূপ দুর্য্যোগ সত্ত্বেও সভার কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছিল; সভায় অনুষ্ঠানকারীরা লাঞ্ছিতদিগের প্রতি যথোচিত আদর ও সম্মান প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং আতর পুষ্পমাল্য ও পুষ্পগুচ্ছ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রীতি বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন, মুন্সী দেদারবক্স এবং ডাক্তার আবদুল গফুর প্রভৃতি এই স্বদেশ-সেবকদিগকে প্রীতিপূর্ণ-হৃদয়ে আলিঙ্গন করেন। দুর্য্যোগ বশতঃ সেদিন লাঞ্ছিতদিগের সকলে সভাস্থলে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। লাঞ্ছিতদিগের মধ্যে বাবু ধীরেন্দ্রনাথ সিংহ, বাবু সুরেন্দ্রনাথ সিংহ, বাবু ভূতনাথ ভট্টাচার্য্য ও বাবু নগেন্দ্রনাথ গুহ রায় এই কয়েক ব্যক্তি সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সিটি কলেজের সঙ্গীত শিক্ষক বাবু হেমচন্দ্র সেন দ্বারা কতিপয় জাতীয় সঙ্গীত গীত হইবার পর সভার কার্য্য আরব্ধ হয়।

মুন্সী দেদার বক্স মহোদয়ের প্রস্তাব এবং সমবেত জনগণের সম্মতিক্রমে মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধক্রমে মুন্সী দেদার বক্স বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায় দীর্ঘকাল সম্প্রীতি সহকারে এদেশে বাস করিতেছেন। মুসলমান নরপতিদিগের শাসনকালে ভারতবর্ষ বিশেষ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছিল এবং হিন্দু মুসলমানের মধ্যে আন্তরিক প্রীতি ও সৌহৃদ্য বিদ্যমান ছিল। এখনও মুসলমানদিগের প্রতি হিন্দু-দিগের প্রীতি ও সহৃদয়তা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। একবার বক্তা রেলগাড়ীতে দারুণ বেদনা রোগে আক্রান্ত হইলে উপেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় নামক একজন হিন্দু যুবক শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করেন। দেশের কল্যাণ সাধন করিতে গিয়া যাঁহারা লাঞ্ছিত হইয়াছেন, এবং স্বদেশবাসীর নিকট সম্মান-সূচক পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একজনও মুসলমান নহেন,—ইহাই গভীর পরিতাপের বিষয়।

অতঃপর ডাক্তার আবদুল গফুর বক্তৃতা করেন, তিনি মুসলমান যুবকদিগকে স্বদেশ-প্রীতি ও স্বদেশের মঙ্গল সাধন বিষয়ে লাঞ্ছিত স্বদেশভক্তদিগের পদাঙ্কানুসরণ করিতে বলেন এবং মুক্তকণ্ঠে লাঞ্ছিত ব্যক্তিবর্গের ধন্যবাদ করেন।

গফুর মহোদয়ের বক্তৃতা শেষ হইলে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ মহাশয় বলেন যে,—স্বদেশের কার্য্যে মুসলমান সম্প্রদায়ও নিশ্চেষ্ট নহেন। তাঁহারাও স্বদেশী শিল্পের উন্নতি ও প্রচলনকল্পে

বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। মুসলমানেরা যে কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে অধিক পরিমাণে নিগৃহীত হন নাই, তাহার কারণ মুসলমানদিগের স্বদেশ-সেবার অভাব নহে। কর্ত্তৃপক্ষের অবলম্বিত কূটনীতির ফলেই এইরূপ ঘটিয়াছে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত করিবার জন্য তাঁহারা ঐরূপ ভেদনীতির অনুসরণ করিতেছেন। হিন্দু-মুসলমানে চিরদিনই সদ্ভাব আছে, মুসলমান সম্রাটদিগের শাসনকালে হিন্দু মুসলমান সুখস্বাচ্ছন্দ্যে এবং সুহৃদ্‌ভাবে কালযাপন করিয়াছেন। কিন্তু মুসলমানের সহিত হিন্দুর মিলন ও সম্প্রীতি কর্ত্তৃপক্ষের শাসননীতির প্রতিকূল। এইজন্য তাঁহারা উভয় জাতির মধ্যে বিবাদ ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তবে গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে যতই চেষ্টা করুন না কেন, পরিণামে তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিফল হইবে। যে সকল নাম সভামধ্যে সে দিন প্রকাশিত হয় নাই, তন্মধ্যে যে একজনও নিগৃহীত মুসলমান ছিলেন না, একথা কে বলিতে পারে? নানা কারণে এ অবস্থায় সকলের নাম প্রকাশিত হয় নাই। যাহা হউক, এ স্থলে সে বিষয়ে অধিক আন্দোলন করা অনাবশ্যক।

অতঃপর বাবু লালবিহারী সাহা খৃষ্টান সমাজের পক্ষ হইতে সভার কার্য্যে সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করেন। ইহার পর বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র ও সভাপতি মহোদয় প্রভৃতি বক্তৃতা করিলে শ্রীযুক্ত গীষ্পতি রায়-চৌধুরী কাব্যতীর্থ সভার উদ্দেশ্যও কার্য্যের আলোচনা পূর্ব্বক সভাপতি মহোদয়ের ধন্যবাদ করিলে সভাভঙ্গ হয়।

ভবানীপুরে সভা।

জননী, জন্মভূমির সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া যাঁহারা কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে লাঞ্ছিত হইয়াছেন, সেই সকল মহাত্মাদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য ১৮ই ফেব্রুয়ারি ৬ই ফাল্গুন রবিবার কলিকাতা ভবানীপুরের সাউথ সুবারবন স্কুলে সর্ব্ব শ্রেণীর হিন্দু মুসলমান সমবেত হইয়া একটী সভা করেন। সে সময় অবিরাম বৃষ্টিপাত হইতেছিল, তথাপি সেই দুর্য্যোগেও সভায় যোগদান করিতে কেহই পশ্চাৎপদ হন নাই। বাবু চারুচন্দ্র ঘোষ বি-এল্, মহাশয়ের প্রস্তাব এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্-এ, মহাশয়ের সমর্থনে কলিকাতা হাইকোর্টের সরকারী উকীল শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয় প্রথমে একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিলে ভবানীপুরের স্বদেশ-সেবক সমিতি কতিপয় স্বদেশ সঙ্গীত গাইয়া সমাগত জনসমূহকে সম্মোহিত করেন। মুন্সী দেদার বক্স, মৌলবী আবুল হোসেন, পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, গীষ্পতি রায় চৌধুরী কাব্যতীর্থ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বক্তৃগণ সভায় বক্তৃতা করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় স্বদেশের হিতসাধন বিষয়ে বক্তৃতা করেন গ্রাণ্ড থিয়েটারের সভায় ভট্টপল্লীর শ্রীযুক্ত ভূতনাথ ভট্টাচার্য্য উপস্থিত হইতে পারেন নাই, এই সভায় তিনি উপস্থিত হন এবং তাঁহার স্বদেশ হিতৈষণার জন্য তাঁহাকে পদক ও প্রশংসাপত্র প্রদত্ত হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন। বাবু সুরেন্দ্র-

নাথ মল্লিক বি, এল, মহাশয়ের প্রস্তাব ও ডাক্তার কৈলাস চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্, বি, মহাশয়ের অনুমোদন ক্রমে সভাপতির ধন্যবাদ করা হইলে সভাভঙ্গ হয়।

১ ভবানীপুরের স্বদেশ সেবক সম্প্রদায় দ্বারা যে সকল গান গীত হইয়াছিল এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য দুই একটী ক্ষুদ্র সভায় মনোমোহন বাবু নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাব্য বিশারদের যে কয়েকটী গান গাওয়া হয় সে সমস্ত গানই "স্বদেশ সঙ্গীত" নামক পুস্তকে আছে। সুতরাং তাহার পুনঃ প্রকাশ আবশ্যক বোধ হইল না।

এন্টি সার্কুলার সোসাইটী।

ছাত্রদলনার্থ কার্লাইল সাহেবের যে আদেশপত্র প্রচারিত হইয়াছিল এবং যাহার বলে রাজনীতিক আলোচনার্থ কোন সভায় ছাত্রেরা যোগদান করিতে পারিবে না ইহা স্থির হইয়া গিয়াছিল সেই আদেশ পত্রে প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত এই সভায় প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। রঙ্গপুরে যে সকল ছাত্রের অনর্থক অর্থদণ্ড হইয়াছিল তাহাদিগের শিক্ষা বিষয়ে সুবন্দোবস্ত করা এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সদস্য ছাত্রেরা দলবদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে দেশের মঙ্গলকর কোন অনুষ্ঠানে যোগ দিবার জন্য যদি আবশ্যক বোধ হয়, তাহা হইলে বরং বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিব তথাপি স্বদেশ সেবা পরিত্যাগ করিব না।

এই সভার উদ্দেশ্যের বিস্তার ও প্রসার বৃদ্ধি হইয়াছিল

তজ্জন্য ইহার নামকরণে পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটন বাঞ্ছনীয় বোধ হয় নাই। বঙ্গদেশে যেখান হইতে ছাত্রদিগের প্রতি অত্যাচার-বিষয়ক সংবাদ আসিয়াছে সেইখানেই এই সমিতি নেতাদিগের পরামর্শানুসারে সহায়তা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। এম্-এ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরা পর্য্যন্ত গৃহে গৃহে বস্ত্রাদি বহন করিয়া বিনা-লাভে সরবরাহ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন।

সমিতির কার্য্য নিম্নলিখিত বিভাগ অনুসারে চলিয়াছিল ঃ—

১। **বিদ্যালয় বিভাগ**। যে সকল ছাত্র স্বদেশানুরাগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন বা নিগৃহীত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের শিক্ষার্থ এই বিভাগে কার্য্য হইত। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিরা অধ্যাপনা করিতেন।

২। **সঙ্গীত বিভাগ**। এই বিভাগ হইতে পথে পথে সঙ্কীর্ত্তন প্রচার প্রভৃতি কার্য্য হইত।

৩। **অনুসন্ধান বিভাগ**। কেহ বিলাতী জিনিস ক্রয় করে কি না, এবং করিলে অনুরোধ, অনুনয়, যুক্তি বা তর্কের সাহায্যে তাহাকে ফিরান যায় কি না তদ্বিষয়ে এই বিভাগ ব্যাপৃত থাকিতেন। বিলাতী দ্রব্যাদি বিক্রেতার পণ্যাদি প্রত্যর্পণ বা বিনষ্ট করিবার জন্য সকল সময়ে সচেষ্ট থাকিতেন।

৪। **বিক্রয় বিভাগ**। বিনা লাভে গৃহে গৃহে স্বদেশীয় বস্ত্রাদি সরবরাহ করা, ও সমিতির কার্য্যালয়ে বিক্রয় করা এই বিভাগের কার্য্য। ইহার কার্য্যকলাপ চারিদিকে সুফল উৎপন্ন করিয়াছিল। অধিক লাভের আশায় ও লোভে পড়িয়া

যে সকল দোকানদার দর চড়াইয়া বিক্রয় করত এই বিভাগের কার্য্যে তাহাদিগের দমন হইয়াছিল। ইচ্ছা করিলেই ক্রেতারা এই বিভাগের কল্যাণে দেশীয় দ্রব্যাদি উচিত মূল্যে পাইতেন।

৫। **প্রচার বিভাগ**। এই বিভাগ হইতে প্রচারকেরা চারি দিকে স্বদেশের মঙ্গলকর রাজনীতিক প্রচার কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। অনেক সুবক্তা উন্নতচরিত্র যুবক এই বিভাগে পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

আমরা অতি সংক্ষেপে এই এন্টিসার্কুলার সোসাইটির কার্য্য প্রণালী বিবৃত করিলাম। এই সভার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের শাখা সমিতি চারি দিকে প্রতিষ্ঠিত হইলে আমাদিগের কার্য্য কিরূপ সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহিত হইতে পারে তাহা চিন্তাশীল ও কার্য্যক্ষম ব্যক্তি মাত্রেই সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

যুবকেরা যে অধ্যবসায় সহকারে দেশের কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা অনেক বয়োবৃদ্ধেরও অনুকরণীয় ইহা বলাই বাহুল্য। দুঃখের বিষয় সকলের প্রতিকৃতি সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিতে পারিলাম না।

স্বদেশ-সেবক সম্প্রদায়।

এই সমিতির সদস্যগণ দেশহিতকর সঙ্গীতে যে যে স্থানে ভাবের উদ্দীপনা করিতেছিলেন, তাহার ফলে স্বদেশজাত বস্তুর প্রচার ও স্বদেশানুরাগের বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইতেছিল। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে বহু বক্তৃতাতেও যে ভাবের বিকাশ ঘটে নাই, ইহাদিগের একটী গানে তদপেক্ষা অল্পায়াসে সেই সকল ভাবোদ্রেক হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের ব্যয়ভার শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ বহন করিয়াছিলেন।

সম্মানিত লাঞ্ছিতদিগের তালিকা।

বরিশাল—হবিবপুর।

অক্টোবর মাসে অন্যান্য কতিপয় ভদ্রলোকের সহিত (১) শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুহ, (২) শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গুহ ও (৩) শ্রীযুক্ত ইন্দ্রচন্দ্র গুহ এই তিনজনের নামে, বরিশাল হবিবপুরে বিলাতী লবণ নষ্ট করা অপরাধে অভিযোগ উপস্থিত হয়। যাহার লবণ নষ্ট করা হইয়াছিল শুনা যাইতেছে তাহাকে মামলা মিটাইতে দেওয়া হয় নাই। যাহা হউক, বিচারে এই তিন জনের এক মাস করিয়া সপরিশ্রম কারাবাসের অনুমতি হইয়াছিল। আপীলে ফল হয় নাই।

ইহাদিগকে সম্মানের নিদর্শন স্বরূপে রজত পদকাদি প্রদত্ত

হইয়াছে। অভিযোগের বিস্তারিত বিবরণ যথাসময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। পৌষ মাসে দণ্ডাজ্ঞা হয়।

ভোলা।

পৌষ বা ডিসেম্বর মাসে (৪) উকীল বাবু নবীনচন্দ্রদাস ও (৫) বাবু মহেন্দ্রনাথ রায় একজন বিলাতী লবণ ব্যবসায়ীকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন এই মর্ম্মে অভিযোগ হয়। উকীল দ্বয়ের এক মাস করিয়া সশ্রম কারারোধ ও যথাক্রমে চারিশত ও এক সহস্র মুদ্রা অর্থদণ্ড হয়। আপীলে কারাদণ্ড রহিত হইয়াছিল, কিন্তু অর্থদণ্ডের লাঘব হয় নাই। ইহাদের উভয়কেই রজতপদকাদি অনুরাগ নিদর্শন প্রদান করা হইল। গত নবেম্বরে (৬) উকীল বাবু শ্যামাচরণ দত্ত গুরখাদিগের বিরুদ্ধে মামলা লইয়াছিলেন—এই অপরাধে তাঁহাকে পাপিষ্ঠেরা গুরুতরভাবে আহত করে। কোন আসামী দণ্ড পায় নাই। শ্যামাচরণ বাবু রাজদ্বারে লাঞ্ছিত না হইলেও গুরখাদিগের হস্তে যে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখের যোগ্য। তিনি যে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছেন ইহাই পরম মঙ্গল। তাঁহাকে অনুরাগের নিদর্শন রজতপদক প্রদান করা হয়। ডাক্তার নিশিকান্ত বসুকেও গুরখারা প্রহার করে।

নলছিটি—বরিশাল।

ফেব্রুয়ারি মাসে, ইয়াকুব আলি ও মমতাজ আলি নামক দুইজন ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী বিলাতী লবণ বিক্রয়ে বাধা

দেওয়া অপরাধে ভাস সাহেবের বিচারে এক মাসকাল কঠোর পরিশ্রম সহ কারাবাস করিবার জন্য আদিষ্ট হন। ইহাদিগের দুইজনেরই নিমিত্ত অনুরাগনিদর্শন রজত পদক প্রেরিত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত সাধু ও শ্রীযুক্ত সিধু এই লবণের মামলায় আসামী হন। বিচারে ইহাদিগের প্রত্যেকের পঞ্চাশ টাকা করিয়া অর্থদণ্ড হয়। জরিমানার টাকা দিতে না পারিলে উভয়ের চতুর্দ্দশ দিবসের কঠোর শ্রীঘরবাস নির্দ্ধারিত ছিল। উভয়েই এই অর্থদণ্ড প্রদানে অসমর্থ হওয়ায় কারাগৃহে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। পরে স্থানীয় হিন্দু ভদ্রলোকেরা এ ব্যাপার অবগত হইয়া জরিমানার টাকা তুলিয়া দেন, তখন এই দুইজনের মুক্তি লাভ ঘটে। এই দুইজনকে "বন্দেমাতরম্" অঙ্কিত রজত দোলক বা লকেট অনুরাগ নিদর্শন স্বরূপ প্রদান করা হইল।

বরিশাল আমাদিগের আন্দোলনে তীর্থক্ষেত্র স্বরূপ ও সর্ব্বাগ্রগণ্য হইয়াছে। সুতরাং আমরা বরিশালের লাঞ্ছিত স্বদেশানুরাগীদিগের নাম করিয়া শেষ করিতে পারি না। যে কয়েকজন মহাপুরুষ কার্য্যক্ষেত্রে আমাদিগের স্মৃতিগোচর হইয়াছিলেন তাঁহাদিগেরই নাম উল্লিখিত হইল।

ঢাকা।

ঢাকা, নরসিংদি গ্রামে, দেশহিতৈষী মহাত্মা ললিত বাবুর হাটে দুইজন মুসলমান গত ৮ই ডিসেম্বর বিলাতী লবণ বিক্রয়

করিতে যায় ইহাতে বাধা দেওয়ায় জমিদারের দেওয়ান (৭) বাবু রাজকুমার চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার পদাতিক (৮) লালু বাগুকর অভিযুক্ত হন। নিম্ন আদালতের বিচারে যে কোন বিক্রেতা হাটে যাহা ইচ্ছা বিক্রয় করিতে পারিত, সেইজন্য বিক্রয়ে বাধা প্রদান এবং অবৈধ জনতা ও গুরুতর আঘাত দ্বারা আসামীরা কঠোর অপরাধ করিয়াছে সুতরাং রাজকুমার বাবুর তিন শত টাকা অর্থদণ্ড এবং তিন মাস কঠোর কারাবাসের আজ্ঞা হয়। লালু বাগুকরের এক শত টাকা জরিমানা ও দেড়মাস সপরিশ্রম অবরোধের আদেশ হইয়াছিল।

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারি আপীল আদালত স্থির করিয়াছেন যে হাটের অধিকারী যাহা ইচ্ছা বিক্রয়ে বাধা দিতে বা নিষেধ করিতে পারেন তবে সে জন্য তাঁহার কর্ম্মচারীরা অবৈধজনতা ঘটাইতে বা কাহাকেও প্রহার করিতে পারেন না। এই নিমিত্ত অবশিষ্ট কারাবাস রহিত করিয়া দেওয়া হইল। যে কয়দিন খাটা হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট বিবেচিত হইয়াছে। অর্থদণ্ড প্রভৃতিতে হস্তক্ষেপ করা হইল না। সম্মান নিদর্শন স্বরূপ রাজকুমার বাবুকে রজত পদক ও সেখ লালু বাগুকরকে রৌপ্য লকেট প্রদান করা হইয়াছে। ঢাকা প্রকাশ্য সভায় শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র রায় সভাপতিত্বে সুরেন্দ্র বাবু স্বয়ং এই সম্মান নিদর্শন প্রদান করেন।

ফরিদপুর—মাদারিপুর।

শ্রীমান অনন্তমোহন দাস নামক একটী ছাত্র ক্যাটেল সাহেবের

নামে প্রহারের অভিযোগ উপস্থিত করে। ক্যাটেল সাহেব ও অনন্তমোহনের নামে এবং কালীনাথ, নেপালচন্দ্র, সুধন্য, ভুইমালি, ভুবনমোহন গুহ এবং বসন্তকুমার গুহ নামক কতিপয় বালক ও যুবকের বিরুদ্ধে লোষ্ট্র ক্ষেপের অভিযোগ করেন। বিচারে ক্যাটেল সাহেব অবশ্যই নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। অনন্তমোহন ছয় সপ্তাহের জন্য শ্রীঘরে প্রেরিত হন। আপীলে ফলোদয় হয় নাই। সম্মান নিদর্শন রজতপদক অনন্তমোহনের নিকট প্রেরিত হইল।

মাদারিপুরের আদর্শ শিক্ষক বাবু কালীপ্রসন্ন দাস অনন্য সাধারণ সৎসাহস ও সুদৃষ্টান্তে ঐ স্থানে স্বদেশী আন্দোলন অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন তাহারই ফলে তিনি কর্ম্মচ্যুত পর্য্যন্ত হন। তাঁহার প্রতি বঙ্গদেশের অধিবাসী প্রত্যেকেরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। সেই কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ রজত নির্ম্মিত "বন্দে-মাতরম্" ব্রুচ বা বন্ধনী তাঁহার নিকট প্রেরিত হইল।

মাদারিপুরের ছাত্রগণের মোকদ্দমার পরিণাম ও বিবরণ সংবাদপত্রে এইরূপে বিবৃত হইয়াছে ঃ—অনন্ত মোহন দাস গত অক্টোবর মাসে মিঃ ক্যাটেল সাহেব কর্ত্তৃক প্রহৃত হয়; তাহাতে তাহার নাসিকায় বিলক্ষণ আঘাত লাগে। সেই জন্য সে মিঃ ক্যাটেলের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ আনয়ন করে। ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সেই মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করেন এবং আসামী ক্যাটেল সাহেবকে অব্যাহতি দেন। গত নবেম্বর মাসে মিঃ ক্যাটেল উক্ত আনন্দমোহন ও অপর কয়েকজন ছাত্রের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ উপস্থিত করেন। পুলিশ ৭, ৮, ১০, ১৬ ও ১৭ বৎসর

বয়স্ক কতিপয় ছাত্রকে চালান দেয়। মাদারিপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট অনন্তমোহন ব্যতীত আর সকলকেই অব্যাহতি দেন—অনন্তমোহনের প্রতি ছয় সপ্তাহ সশ্রম কারাবাসের আদেশ দেওয়া হয়। অনন্ত ফরিদপুরের সেসন জজের নিকট আপীল করে। জজ সাহেব আপীল ডিস্‌মিস্‌ করিয়াছেন।" অনন্তের নামে আবার একটী মামলা রুজু হইয়াছিল।

ফরিদপুর—রাজবাড়ী।

মোহর মোল্লা রাজবাড়ীর বাজারের ইজারাদার। রাজবাড়ী গ্রাম বেণী বাবুদিগের জমিদারীর অন্তর্গত। লক্ষ্মীকোলের রাজা সূর্য্যকুমার গুহের সহিত বহুকাল হইতে তাঁহাদিগের বিবাদ চলিতেছিল। সূর্য্যকুমার বাবুর পক্ষীয় দুইজন মুসলমান একদিন হাটের সময় বিলাত লবণ বিক্রয় করিতে যায়। বাজারের যে অংশ লবণ বিক্রয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহারা সে স্থানে না বসিয়া অন্য স্থানে বসে। অন্যান্য সকলে তাহাতে আপত্তি করে। সেইজন্য উক্ত ইজারদার তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতে বাধ্য করিবার জন্য তাহাদিগকে তুলাদণ্ড ও বাটখারা-গুলি যথাস্থানে লইয়া যায় এবং তাহাদিগের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। কিন্তু মুসলমান দুইটি সেই স্থানে না যাইয়া সবডিভিসনাল অফিসার মহাশয়ের নিকট গমন করে এবং মোহর মোল্লার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করে। সবডিভিসনাল অফিসার বাবু প্রসন্নকুমার দাস স্বয়ং এই ঘটনার তদন্ত করে এবং স্বয়ং

মোকদ্দমার বিচার করেন। তিনি ভারতীয় দণ্ড-বিধির ৩৫২ ও ৩৭৯ ধারা অনুসারে মোল্লাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহার ৫০ টাকা অর্থদণ্ড করেন। ফরিদপুরের সেশন জজের নিকট এই দণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছিল।

এই মোকদ্দমা পরে ঘটায় পূর্ব্বতন মহাসভায় উল্লিখিত হইতে পারে নাই। কিন্তু পরিশেষে সভার সম্পাদক ইহাকে স্বতন্ত্র একটী রৌপ্য দোলক বা রূপার লকেট দিয়াছিলেন।

বর্দ্ধমান—মানকর।

গত অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহে মানকরের জমীদার বাবু রাজকৃষ্ণ দীক্ষিতের অনুমতি ক্রমে তাঁহার লোক একজন মোদকের বাটীতে গিয়া বিলাতী চিনি ফেলিয়া দিতে বলে। মোদক "আমি দোকানে বিলাতী চিনি রাখিয়া অপরাধ করিয়াছি" এই বলিয়া দোকান হইতে চিনি বাহির করিয়া দেয়। এ ব্যাপারে কোন প্রকার দাঙ্গা হাঙ্গামা হয় নাই, কিন্তু পুলিশ মোদককে হস্তগত করিয়া রাজকৃষ্ণ বাবু ও তদীয় কর্ম্মচারীদিগের বিরুদ্ধে, জুলুম, অনধিকার প্রবেশ প্রভৃতি দোষারোপ করে। আদালতে রাজকৃষ্ণ বাবুর একশত টাকা অর্থদণ্ড ও এজলাস ভাঙ্গার সময় পর্য্যন্ত অবরোধের আদেশ হয়। রাজকৃষ্ণ বাবুকে সম্মান প্রদর্শনার্থ রজত পদকাদি প্রদত্ত হইয়াছিল।

জলপাইগুড়ি।

অগ্রহায়ণ মাসে বাবু দুর্গাদাস চক্রবর্ত্তী, চণ্ডীদাস চক্রবর্ত্তী

ভবানীপুরের দাঙ্গা।

সেন ও শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্র ঘোষ এই তিন জন যুবক বিদেশী দ্রব্যের বিক্রয়ে বাধা দেওয়া অপরাধে পুলিশ দ্বারা প্রহৃত ও অভিযুক্ত হন। শেষোক্ত দুইজন অতি তরুণ বয়স্ক, কলেজের ছাত্র। সুরথ কুমারের একমাস কঠোর কারাবাস ও দেড়শত টাকা জরিমানা, এবং ছাত্র দুইজনের এক শত টাকা করিয়া অর্থ-দণ্ড হইল।

প্রথম আদালতের বিচারের বিরুদ্ধে চব্বিশ পরগণার জজের নিকট আপীল হয়। জজ সুরথের কারাদণ্ড অক্ষুণ্ণ রাখেন তবে জরিমানার টাকার পরিমাণ দেড়শতের পরিবর্ত্তে একশত স্থির করিয়া দেন। হাইকোর্টের চরম মীমাংসার যে কয়দিন [১৭ দিন] কারাদণ্ড ভোগ হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট স্থির হইল। অর্থ-দণ্ড রহিত হইল, সুরথ বাবুর দোষ সাব্যস্তই রহিল, এক বৎসর মুচলেখার আদেশও পূর্ব্ববৎ বজায় রহিল।

ছাত্রদ্বয়ের আপীল না-মঞ্জুর হইয়াছিল। সুরথ বাবুকে সম্মান নিদর্শন রজত পদক প্রদান করা হইয়াছিল, এবং ছাত্রদ্বয়ের নিকট রৌপ্য পরিদোলক লকেট প্রেরিত হইয়ছিল।

নোয়াখালি।

নোয়াখালিতে একজন চতুর ব্যক্তি স্বদেশবৎসল সাজিয়া যুবক দিগকে বলে "বন্দেমাতরম্" আমাদিগের ইষ্ট মন্ত্র, সুতরাং গুরুদত্ত

ইষ্ট মন্ত্রের ন্যায় মনে রাখিতে হয়, মুখে আনিতে নাই। নোয়াখালির নবীন জমীদার বাবু নগেন্দ্রনাথ গুহরায় বয়সে বালক হইলেও উত্তর করেন মুমূর্ষুকালে ইষ্টমন্ত্র রাম নাম চীৎকার করিয়া বলিতে হয়। আমরা যে মরণাপন্ন, অতি চীৎকার করিয়া না বলিলে আমাদিগের মর্ম্মস্থলে ইষ্টমন্ত্র প্রবেশ করান সম্ভবপর নহে। শুনা যায় কোর্ট অফ ওয়ার্ডের কর্ত্তারা ইহাকে স্বদেশী আন্দোলন ত্যাগ করিতে বলেন, ইনি স্বীকৃত হন নাই। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে পারেন নাই।

নগেন্দ্র বাবুকে সম্মানের নিদর্শন "বন্দেমাতরম্" রজত-বন্ধনী [বা ব্রুচ] প্রদত্ত হয়।

ময়মনসিংহ।

রাজপথের ধারে মারওয়াড়ী ব্যাপারীরা বিলাতী কাপড় বিক্রয় করে দেখিয়া কতিপয় ছাত্র ও যুবক অগ্রহায়ণ মাসের শেষভাগে দেশীয় কাপড় বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহাতে বিলাতী পণ্যের ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পুলিশের সহায়তা প্রার্থনা করে। ম্যাজিষ্ট্রেট পথের ধারে ছাত্রদিগের পণ্য বিক্রয় করা রহিত করিয়া দিবার জন্য মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান্ বাবু শ্যামাচরণ রায়কে লিখিয়া পাঠান। শ্যামাচরণ বাবু কি বিলাতী কি স্বদেশী কোন প্রকার পণ্য পথের ধারে বিক্রয় করিতে দেওয়া হইবে না এই আদেশ প্রচার করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট পুঙ্গব ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া শ্যামাচরণ বাবু কেন বিলাতী বিক্রয়ে বাধা

দিতেছেন জানিতে চাহেন। শ্যামাচরণ বাবু মারওয়াড়ীদিগের ও ছাত্রদিগের বস্ত্রবিক্রয় ব্যাপারে নিয়মের কোন তারতম্য করিতে স্বীকার না করায় ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর তাঁহাকে নিজ প্রকৃতি সুলভ ভাষায় ভয় প্রদর্শন করেন এবং পদচ্যুত করিতে চাহেন। শ্যামাচরণ বাবুও ছাড়িবার পাত্র নহেন, নিজ পদ-মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে উপযুক্ত উত্তর দান করেন এবং পদচ্যুত করিবার অধিকার ম্যাজিষ্ট্রেটের নাই ইহা ক্রুদ্ধ হুজুরকে বুঝাইয়া দেন।

এ দিকে মারওয়াড়িরা বিলাতী কাপড় বেচিতেছে কি না দেখিবার জন্য যুবকেরা পথের ধারে যায়। পুলিশ এই উপলক্ষে তাহাদিগের সহিত বিবাদ বাধাইয়া দাঙ্গা করে। তজ্জন্য শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রজীবন রায়, মেঘনাথ দাস, হরকিশোর ধর, ধীরেন্দ্রচন্দ্র রায়, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ এবং একজন মুসলমান ধৃত হন। মুসলমান যুবককে নাম জিজ্ঞাসা করিয়াই ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অবশিষ্ট যুবকদিগের নামে দণ্ডবিধির ১৪৪, ১৪৫, ১৪৮, ১৪৯, ৩২৫, ৩২৬, ৩৫৩ ধারা অনুসারে অভিযোগ হয়, এবং বহু কষ্টে পাঁচশত টাকা করিয়া জামীন লইয়া তাঁহাদিগকে থানা হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

এই ঘটনা ২১শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার ঘটে। আরও কয়েক জন ভদ্রলোক ধৃত হন। বাবু সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ নামক যে ভদ্রলোক ধৃত ও একরাত্রি হাজতে আবদ্ধ হন তিনি পাটের আফিসে কার্য্য করিতেন, ছাত্র নহেন। এতদ্ভিন্ন জজকোর্টের

উকীল বাবু দ্বারিকানাথ বসু, ও বাবু ললিতচন্দ্র দে এবং দেবেন্দ্র চন্দ্র আইচ লাঞ্ছনার জন্য পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছিলেন। বাবু সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী নামক আর একজন ভদ্রলোক অকারণে ধৃত ও লাঞ্ছিত হন।

সে যাহা হউক, গত ২২শে ফেব্রুয়ারি বিচারের রায় বাহির হয়। খগেন্দ্র, মেঘনাদ, ধীরেন্দ্র ও সুরেন্দ্র চৌধুরী, প্রত্যেকে পঞ্চদশ দিবসের জন্য সপরিশ্রম কারাবাসের এবং একশত টাকা করিয়া অর্থদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হন। ললিত ও সুরেন্দ্রমোহন প্রত্যেকের একশত টাকা করিয়া জরিমানা হয়।

ময়মনসিংহ এডওয়ার্ড স্কুলের হেড্‌মাষ্টার বাবু বিপিনচন্দ্র দাস গুপ্ত কিরূপে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হন তাহা অনেকেরই স্মরণ আছে। কিরূপে বিপিন বাবুকে বিরক্ত করা হইয়াছিল, তাঁহার নামে অভিযোগ, স্কুল ইন্‌স্পেক্টরের পীড়াপীড়ি, বিপিন বাবুকে পদত্যাগ করাইবার প্রয়াস, প্রভৃতি ধারাবাহিকরূপে বিবৃত করিলে একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ হইয়া পড়ে। সুতরাং আমরা সে বিষয়ে কোন কথা না বলিয়া বিপিন বাবুর নিজের একটী উক্তি অবিকল উদ্ধৃত করিলাম তাহাতেই প্রত্যেক বিষয়ের এবং বিপিন বাবুর স্বদেশানুরাগের ও সৎসাহসের যথেষ্ট আভাষ পাওয়া যাইবে।

With reference to your memo No. 5442, dated Dacca, the 22nd December 1905, and to your office No. 402, dated the 1st February 1905, I

have the honour to state that the District Magistrate of Mymensingh on the strength of D. S. P's report, called upon me for an explanation of my conduct on the 1st December 1905. The Magistrate after receiving my explanation reported against my school to the Commissioner of the Dacca Division, laying a fresh charge upon the school, namely "the conduct of my boys in the Barabazar." As a copy of my explanation No. 17, dated the 2nd December 1905 has been forwarded to you by the Magistrate, it is needless to repeat my arguments again. With regard to the latter charge, I humbly beg to submit that the statement that the Edward School boys were conspicuous in the Barabazar riot and in the previous picketing is without any basis. It is a patent fact that my boys were not implicated in the riot; only one boy of my school was arrested by the Police on the day of occurrence, not because he took part in the riot but because he simply happened to be there. He had a stall in the bazar and he used to sell country made guernsey frocks in the evening. Eye witnesses say that he was dragged by the Police from the Verandah of a building where he was standing. Whatever that may be, it can hardly be expected that a Head master should keep every boy

of his school under control beyond school hours.

বিপিন বাবুর নামে যে মোকদ্দমা হইয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইস্থলে সংবাদপত্র হইতে সঙ্কলিত করা গেল। সে বিবরণ এই—

"এডওয়ার্ড স্কুলের হেড্‌মাষ্টার বাবু বিপিনচন্দ্র দাস গুপ্ত বি-এ পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর বাবু গোপালচন্দ্র মুখার্জ্জির আদেশ অনুসারে স্কুলের ছাত্রগণের উপস্থিতি বহি পুলিশ সাহেবের নিকট নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত করেন নাই এই অবজ্ঞা প্রকাশ অপরাধে ময়মনসিংহের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ মেঃ গারলিক বিপিনবাবুর প্রতি পাঁচ দিবসের জন্য কারাবাস ও ৬০৲ টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ করেন। গত ১২ই চৈত্র সেসন জজের সমীপে বিপিন বাবুর আপীলের শুনানী হইয়াছিল। মিঃ বসু বিপিন বাবুর পক্ষ সমর্থন করেন ও পাবলিক প্রসিকিউটার বাবু শশাঙ্কমোহন ঘোষ গবর্ণমেণ্ট পক্ষে উপস্থিত হন। উভয় পক্ষের বক্তৃতা শুনার পর জজ সাহেব রায় প্রকাশ করেন। বিপিনবাবু আপীলে মুক্তিলাভ করেন।"

স্বদেশী আন্দোলনের নিমিত্ত সাহসপূর্ণ প্রত্যুত্তর দানের জন্য বাবু তারানাথ বলকে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপাল কমিশনর কার্য্য হইতে অপসারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আসাম বঙ্গ লাটের আদেশ এই ;—

NOTIFICATION.

The 9th Feb. 1906.

No. 820 J. C. Babu Taranath Bal, Magistrate of the 2nd class in the District of Mymensing, is now removed from his office under sec. 26 of the Code of Criminal Procedure, Act V of 1898.

P. C. LYON.
Chief Secretary.

Memo No. 821

Dated the 9th Feb. 1906.

Copy forwarded to the Commissioner Dacca for information and favour of communication to the Honorary Magistrate who should be informed that it was passed after consideration of his letter to the District Magistrate dated the 9th December 1906.

By order &c.
P. C. Lyon.
Chief Secretary.

বাবু তারানাথ বলকে রৌপ্য দোলক ও বাবু শ্যামাচরণ রায় এবং বাবু বিপিন চন্দ্র দাশগুপ্ত, এই দুইজন মহাত্মাকে "বন্দে-মাতরম্" চিহ্নাঙ্কিত রজতবন্ধনী বা ব্রুচ দেওয়া হইয়াছিল। বাবু খগেন্দ্র জীবন রায়কে রৌপ্য পদক ও অন্যান্য যুবকদিগকে "বন্দে মাতরম্" লকেট বা রৌপ্য পরিদোলক প্রেরণ করা হইয়াছিল।

ময়মনসিংহের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যদি বঙ্গের অন্যান্য স্থানে অনুকৃত হয় তাহা হইলে ইহাদিগের লাঞ্ছনাভোগ সার্থক হইয়াছে একথা সকলেই বুঝিবেন। ময়মনসিংহের অন্যতম নেতা পুণ্যশ্লোক বাবু অনাথবন্ধু গুহের উপর বিতরণের ভার অর্পিত হইয়াছিল।

বল্লা—ময়মনসিংহ।

আবদুল রসীদ নামক একব্যক্তি দ্বারা রাজেন্দ্রলাল সাহা নামক একটী সপ্তদশ বৎসর বয়স্ক বালকের বিরুদ্ধে দাঙ্গা প্রভৃতির দাবীতে দণ্ডবিধির ১৪৭ ও ৩২৯ ধারায় অভিযোগ উপস্থাপিত করা হয়। বিচারালয়ে বালক রাজেন্দ্র বিদেশী কলমে নাম স্বাক্ষর করিতে চাহে নাই। তাহার দুই সপ্তাহ কঠোর কারাবাস ও ৬০৲ টাকা জরিমানা হইয়াছিল! সম্মান প্রদর্শনের দিবসে মোকর্দ্দমা বিচারাধীন ছিল, তথাপি সর্ব্বসম্মতিক্রমে "বন্দেমাতরম্" শব্দাঙ্কিত রজত বন্ধনী বা ব্রুচ তাঁহাকে প্রদত্ত হয়।

ময়মনসিংহ—টাঙ্গাইল।

ডাক্তার শশিধর নিয়োগী পুলিশ দ্বারা গুরুতর ভাবে প্রহৃত হন। তাঁহাকে রজত পরিদোলক প্রদানে অনুরাগ প্রকাশ করা হইয়াছিল।

বরিশাল—মাধবপাশা।

শ্রীযুক্ত বিলাসচন্দ্র কুণ্ডবিল্ব সেটেলমেণ্ট অফিসারকে "বন্দে-মাতরং" শব্দে অভিনন্দন করিয়া দণ্ড বিধির ১৫৭ ও ১০৬ ধারা

মতে অভিযুক্ত হন। বিচারে তাঁহার দুই মাসের জন্য কঠোর কারাবাস এবং দেড়শত টাকার মুচলেখা লওয়া হইয়াছিল।

বরিশাল বিভাগের যে সকল মহাত্মা কলিকাতার সভায় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই তাঁহাদিগের প্রতি প্রদর্শিত সম্মানের নিদর্শন আমাদিগের অন্যতম নেতা অশ্বিনীবাবুর নিকট প্রেরিত হইয়াছিল।

হ্যারিসন রোড।

কলিকাতা হ্যারিসন রোডে বিদেশীদ্রব্যবর্জ্জন প্রস্তাবের পোষকতা করিবার উদ্যমে পুলিশের সহিত একদল যুবকের দাঙ্গা হয়। বলা বাহুল্য এ প্রসঙ্গে পুলিশ অকারণে অনেক পথিককেও আসামী করিয়াছিল। বাবু যতীন্দ্রনাথ সিংহ নামক একজন কলিকাতা কলেজের ছাত্র এই ব্যাপারে ধৃত ও চারিজন ইংরাজ ও হিন্দুস্থানী কনষ্টেবল দ্বারা থানায় নীত হন। তাঁহাকে পুলিশ যখন নিজের স্থানে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—এখন তোমার "বন্দে মাতরম্" কোথায়? যুবা অম্লান বদনে বলিলেন এই বুকের ভিতর "বন্দে মাতরম্" রহিয়াছে।

বাবু জ্ঞানেন্দ্র নাথ সিংহ, বীরেন্দ্র নাথ মৈত্র প্রভৃতি এই মোকদ্দমায় আসামী ছিলেন। এ অভিযোগের মীমাংসা অনেকের চেষ্টায় "আপোস" হয়। যতীন্দ্রবাবুর বিরুদ্ধে মেডিকেল কলেজের অনেকেই খড়্গহস্ত হওয়াতে তিনি চিকিৎসা শিক্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আইন শিক্ষার্থ বিলাত যাত্রা করেন। যাইবার পূর্ব্বে

তিনি সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, তখনও তাঁহার স্বদেশানুরাগ ও উৎসাহের নিদর্শন যেন বদনমণ্ডলে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল। ইহাঁদিগকে রজত দোলকাদি নিদর্শনে সম্মানিত করা হইয়াছিল।

সর্ব্বশুদ্ধ মেডাল ২১টা' লকেট ৫০টা ও ব্রূচ ১০টা প্রস্তুত হইয়াছিল।

———

বরিশালে প্রাদেশিক সমিতি।

বিস্তারিত বিবরণ।

ষ্টিমার পথে।

বঙ্গদেশে কেন, সমগ্র বৃটিশ ভারতে এ পর্য্যন্ত যাহা কখনও ঘটে নাই যাহা ঘটিতে পারে বলিয়া কেহ কখনও কল্পনা করিতে পারে নাই, গত ১৩১৩ সালের ১লা ও ২রা বৈশাখ বরিশালে ফুলার লাটের অনুগ্রহে তাহাই ঘটিয়াছে। এই ঘটনায় একদিকে যেমন ইংরাজ শাসনের ন্যায়পরতা সম্বন্ধে জন-সাধারণের চিত্তে ঘোর অবিশ্বাসের সঞ্চার হইয়াছে, অন্যদিকে সেইরূপ বাঙ্গালীর জীবনে নূতন উদ্দীপনার সমাগম হইয়াছে, এক দিকে সভ্যতাভিমানী ইংরাজ শাসনকর্ত্তাদিগের বিচার দেখিয়া যেমন বাঙ্গালীর মোহ ভঙ্গ হইয়াছে, অন্যদিকে সেইরূপ আত্ম-নির্ভরশীলতার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া বাঙ্গালী জাতীয় জীবনে নূতন শক্তি সঞ্চয়ে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। বাঙ্গালীর সাহস ও একতার পরিচয়ও এই ঘটনায় যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে।

কলিকাতা হইতে প্রস্থানের পর বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মাননীয় যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্রভৃতি প্রতিনিধিগণ ও স্বদেশ-সেবক সম্প্রদায় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে বিরাট স্বদেশী সভার অধিবেশন করিয়া ষ্টিমার

যোগে বরিশালে গমন করিতেছিলেন। বরিশালের স্বেচ্ছাসেবকেরা কলিকাতার প্রতিনিধিদিগের প্রত্যুদ্গমনের জন্য খুলনা পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছিলেন। তথা হইতে ষ্টিমারের প্রত্যেক ঘাটেই স্থানীয় অধিবাসিগণের অভ্যর্থনার জন্য বিবিধ বর্ণের পতাকা হস্তে সমবেত হইয়া "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি সহকারে চতুর্দ্দিক কম্পিত করিয়াছিলেন। খুলনার ষ্টীমার ঘাটে সভাপতি মহাশয়ের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা হইয়াছিল।

পূর্ব্ববঙ্গের ষ্টীমারষ্টেসনে বহু প্রহরী বড় বড় লাঠী হস্তে লইয়া "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি নিবারণের জন্য উপস্থিত ছিল। ষ্টীমার হইতে প্রতিনিধিগণ তীরস্থ ব্যক্তিদিগকে "বন্দেমাতরম্" বলিয়া অভিবাদন করিলেন। কিন্তু পুলিশের ভয়ে তীরস্থ লোকেরা প্রথমে "বন্দে মাতরম্" বলিয়া তাঁহাদিগের প্রত্যভিবাদন করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহার পর যখন এণ্টিসার্কুলার সোসাইটির যুবকদিগের মধ্যে দুই একজন অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "বল ভাই বন্দেমাতরম্। যদি বাঙ্গালী হও, তবে আজ প্রাণ খুলিয়া বল, বন্দে মাতরম্, জীবন ধন্য হউক।" এই কথায় বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, লগুড়ধারী পুলিশ প্রহরীর ভয় ঘুচিল। তীর হইতে সহস্র সহস্র কণ্ঠে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া ধ্বনি উঠিল "বন্দেমাতরম্"। অনেক স্থানেই এইরূপ হইয়াছিল, পুলিশ প্রহরীরাও ভয়ে উচ্চবাচ্য করে নাই। মাঠের কৃষকেরা পর্য্যন্ত লাঙ্গল ছাড়িয়া নদীতীরে সমবেত হইয়া সেই বন্দেমাতরম্ উচ্চারণে যোগদান করিয়াছিল।

সভাপতি মিঃ এ রসুল মহোদয়ের অভ্যর্থনার জন্য প্রত্যেক ষ্টীমার ষ্টেশনই স্থানীয় অধিবাসীগণের দ্বারা পত্রপুষ্প কদলীবৃক্ষে ও আম্র পল্লবে সজ্জিত হইয়াছিল।

স্বতন্ত্র পথে।

খুলনার পথে এই। নারায়ণগঞ্জের পথে সুরেন্দ্রনাথের ষ্টীমারে আরও উৎসাহপূর্ণ দৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানের প্রতিনিধিবর্গ এই জাহাজেই কোন প্রকারে স্থান করিয়া লইয়াছিলেন। "বন্দেমাতরম্" ধ্বনির সহিত "সুরেন্দ্রনাথের জয়" "সুরেন্দ্রনাথের জয়" ইত্যাদি ধ্বনি সর্ব্বত্র পরিশ্রুত হইয়াছিল। কুমারীগণ মঙ্গল শঙ্খ নিনাদিত করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। মুসলমানেরাও দলবদ্ধ হইয়া প্রায় প্রত্যেক ষ্টীমার ষ্টেশনেই সুরেন্দ্রবাবুর প্রতিনিধিবর্গের অভ্যর্থনার জন্য সাগ্রহে সমবেত হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথকে দেখিবার জন্য সকলেরই বিশেষ ব্যগ্রতা প্রকাশ পাইয়াছিল। ইদিলপুর ষ্টেশনের দৃশ্যই অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। সেখানকার লোকেরা ৫ খানি নৌকা "বন্দে মাতরম্", Long live our Banerjee, আমাদের বাড়ুয্যে দীর্ঘজীবী হউন ইত্যাদি শব্দাঙ্কিত পতাকা নিচয়ে সজ্জিত করিয়া ষ্টীমারের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং পুষ্পমাল্যে সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহগামী প্রতিনিধিদিগকে ভূষিত করিয়াছিলেন। নৌকাগুলি স্থানীয় ভদ্র মহোদয়গণে এরূপ পরিপূর্ণ হইয়াছিল যে, নৌকায় তিল ধারণের

স্থান ছিল না। নৌকাস্থিত মহোদয়েরা ষ্টীমারে উঠিয়া "বন্দে মাতরম্" প্রভৃতি শব্দাঙ্কিত পতাকা দিয়া ষ্টিমারটিকে সজ্জিত করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের অনেক সহযাত্রী তাঁহার সম্মানের অংশ পাইয়াছিলেন।

"রাজেন্দ্র সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে।"

তাঁহার সঙ্গে অনেকে সেইরূপ সুখে বরিশালে গমন করিয়াছিলেন। কতদূর হইতে কত প্রবীণ অশীতিপর বৃদ্ধ সুরেন্দ্র বাবুকে দেখিতে আসিয়াছিলেন ভাবিলে হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হয়। কৃষক বালিকা হইতে অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা পর্য্যন্ত নদীর তীরে সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সকলের নিকটেই সুরেন্দ্র বাবুর এক নিবেদন—"আপনারা স্বদেশী বস্তুর প্রচার ও ব্যবহার করুন, বিদেশী দ্রব্যের পরিবর্জ্জন করুন।"

বরিশালে পদার্পণ।

শুক্রবার রাত্রি আটটার সময় কলিকাতা, যশোহর, খুলনা, ঢাকা, রংপুর, বগুড়া, প্রভৃতি স্থানের প্রতিনিধিগণকে লইয়া ষ্টিমার বরিশালে উপস্থিত হইল। ষ্টীমার ঘাটে লাগিবামাত্র সমাগত প্রতিনিধিগণ উচ্চ কণ্ঠে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি করিলেন। তীরে বরিশালের মান্যগণ্য লোকেরা তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য



১। শ্রীমান্ চিত্তরঞ্জন গুহ।　　৩। শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রকিশোর গাঙ্গুলী।
২। শ্রিযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা।　　৪। জনৈক স্বেচ্ছাসেবক।

উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কেহই প্রতিনিধিগণের জয়ধ্বনির উত্তরে "বন্দে মাতরম্" বলিয়া প্রতিধ্বনি করিলেন না। তখন প্রতিনিধিগণের মধ্যেই যাঁহারা প্রধান, তাঁহারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, "বন্দে মাতরম্" ধ্বনিতে বরিশালের রাজপথ প্রতিধ্বনিত করিতে হইবে। বরিশালের নেতৃবর্গ ষ্টীমারে উঠিয়া সুরেন্দ্র বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন,—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব রাজপথে "বন্দে মাতরম্" বলিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং দলবদ্ধভাবে রাজপথ দিয়া সভাপতি রসুল সাহেবকে লইয়া যাইতেও নিষেধ করিয়াছেন। অতএব সকলে নীরবে ষ্টীমার হইতে অবতরণ করিয়া ভূকৈলাসের রাজবাটীতে চলুন। সেখানে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি প্রাণ ভরিয়া করা যাইবে, প্রতিনিধিগণের যথোচিত অভ্যর্থনাও সেইখানেই হইবে। অনুরোধ পালনে প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে অনেকেই সম্মত হইলেন। কিন্তু এন্টি-সারকুলার সোসাইটীর প্রতিনিধিগণ বলিলেন "ম্যাজিষ্ট্রেটের আইন বিরুদ্ধ আদেশ আমরা মানিতে পারিব না। যদি "বন্দে মাতরম্" বলিতে দেওয়া না হয়, তবে আমরা কনফারেন্সে যোগদান করিব না।" অনেকে এন্টীসারকুলার সোসাইটীর প্রতিনিধিগণের মতের সমর্থন করিলেন।

দ্বিতীয় জাহাজের আগমন।

এই সকল প্রতিনিধি ঘাটে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন এমন সময়ে নারায়ণগঞ্জের জাহাজে সুরেন্দ্র বাবু প্রভৃতি বরিশালে

আসিলেন। জাহাজ হইতে বন্দে মাতরম্ শব্দ উঠিল, তীর হইতেও পূর্ব্ব জাহাজে সমাগত প্রতিনিধিমণ্ডলী সেই পবিত্র শব্দের প্রতিধ্বনিতে তীরভূমি কাঁপাইয়া তুলিলেন। তখন ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রথম জাহাজের যাত্রীরা ইঙ্গিতে তাঁহাদিগকে থামাইয়া দ্বিতীয় জাহাজে স্থরেন্দ্র বাবু প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিতে আসিলেন। বরিশালের নেতারা বলিলেন এখন পথিমধ্যে পুলিশের সঙ্গে বিবাদ করিলে আমরা অভ্যর্থনার যে উদ্‌যোগ করিয়াছি সে সকলই পণ্ড হইবে। তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল যে, অন্ততঃ সেদিনকার মত কোন বিবাদ করা হইবে না। প্রতিনিধিরা তখন রাজা বাহাদুরের হাবেলীতে চন্দ্রাতপ তলে গমন করিলেন। রীতিমত অভ্যর্থনা হইলে যে যার নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন।

স্বেচ্ছাসেবক

বা ভলান্টিয়ারদিগের সম্বন্ধে দুই একটি কথা না বলিলে আমাদিগের বিবৃতি সম্পূর্ণ হইতে পারে না। সম্ভ্রান্ত বংশ সম্ভূত উচ্চপদস্থ ভদ্র সন্তানগণ সামান্য ভৃত্যের ন্যায় অভ্যাগতদিগের পরিচর্য্যায় কিরূপ আগ্রহ সহকারে রত হইয়াছিলেন, তাহা বলিয়া বুঝান দুঃসাধ্য। পুলিশ কুলিদিগকে উত্তেজিত করিয়া ভারবহনে অপ্রবৃত্ত করিলে এই মহোদয়গণের গুণে সেজন্য কাহারও কোন কষ্ট হয় নাই। দলে দলে ভদ্র সন্তানেরা মাথায় মোট লইয়া প্রতিনিধিদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট বাসায় উপনীত

হন। এ দৃশ্য যিনি দেখিয়াছেন তিনি কখনই ভুলিতে পারিবেন না। ইঁহাদিগের শ্রমশীলতা, কষ্টসহিষ্ণুতা, আজ্ঞানুবর্ত্তিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকলেরই অনুকরণীয়।

প্রথম দিবসের ঘটনা।

বেলা দুই ঘটিকার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এণ্টিসারকুলার সোসাইটির প্রতিনিধিগণ দলবদ্ধ হইয়া রাজবাটী অভিমুখে গমন করিতেছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ বাবু রজনীকান্ত গুহ, হাওড়া-হিতৈষী সম্পাদক বাবু গীষ্পতি রায় চৌধুরী ও সঞ্জীবনী সম্পাদক বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র ছিলেন। ইঁহারা রাজবাটীর তোরণের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র পুলিশ সুপারিটেণ্ডেণ্ট মিঃ কেম্প সহসা এণ্টিসারকুলার সোসাইটীর সভ্যদের গতিরোধপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন এবং এক লাঠি দ্বারা বাবু ফণিভূণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিবুকে আঘাত করিলেন; চিবুক কাটিয়া শোণিতপাত হইতে লাগিল। বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র পশ্চাৎদিক্ হইতে দৌড়িয়া আসিলেন এবং কেম্প সাহেবকে বলিলেন, "আপনি অকারণে ফণিভূষণকে প্রহার করিলেন কেন?" মিঃ কেম্প বলিলেন "আমি ইঁহাদিগকে দলবদ্ধ হইয়া যাইতে দিব না।" কৃষ্ণবাবু বলিলেন "পাছে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া না গেলে আপনারা বলেন যে রাস্তা বন্ধ করিয়া যাইতেছে, তাই ইঁহারা সুশৃঙ্খল ভাবে গমন করিতেছিলেন কেন ইঁহাদিগের গতিরোধ করিলেন? কেনই বা একজনকে প্রহার

করিলেন ?" মিঃ কেম্প এ প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন "ইহাঁরা প্রতিনিধি নহেন, ইহাদিগকে যাইতে দিব না।" কৃষ্ণবাবু বলিলেন "ইহাঁরা প্রতিনিধি, অবশ্য যাইতে দিতে হইবে।" তখন কেম্প বলিলেন "ইহাঁরা যাইতে পারেন।" অতঃপর ইহাঁদের সম্মুখ হইতে লালপাগড়ীর দল সরিয়া গেল, ইঁহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রাজবাটীতে প্রবেশ করিলেন। নেতৃবর্গের আদেশ ছিল, সে দিন পুলিশের সহিত বিবাদ করিবে না, কাজেই এণ্টিসার্কুলার সোসাইটীর প্রতিনিধিরা রক্তপাত দেখিয়াও নীরবে নিগ্রহ সহ্য করিলেন।

অতঃপর এণ্টিসার্কুলার সোসাইটীর সভ্যগণ বাটীর প্রাঙ্গণে প্রথমে "বন্দেমাতরং" এবং "যায় যাবে জীবন চলে' সঙ্গীত গাইয়া সমবেত জনমণ্ডলীর হৃদয়ে অপূর্ব্ব উদ্দীপনার সঞ্চার করিতে লাগিলেন।

বেলা আড়াইটার সময় মিঃ রসুল সহধর্ম্মিণীসহ প্রাঙ্গণে উপনীত হইলেন এবং শকটারোহণে মণ্ডপের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

প্রহরী দল।

পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কেম্প সাহেব বহুসংখ্যক কৃষ্ণপরিচ্ছদ সাধারণ পুলিশ ও খাকি কোর্ত্তাধারী রিজার্ভ পুলিশ লইয়া বেলা একটার সময় রাজবাটীর দ্বারদেশে বার দিয়াছিলেন। আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একটী বালক ফিরিঙ্গী মাত্র। তিনিও

অশ্বপৃষ্ঠে তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। বহুসংখ্যক বাঙ্গালী ইনস্পেক্টার রাস্তায় ও হাবেলীর প্রাঙ্গণে যাতায়াত করিতেছিলেন। তাহারা এন্টিসারকুলার সোসাইটীর প্রতিনিধিদের উপর রক্তল্লোলুপ ব্যাঘ্রের ন্যায় সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছিল। হাবেলীর নিকটে রাস্তার অপর পার্শ্বে ঢাকার নবাব সলিমোল্লার কাছারী। সেই বাটী পুলিশের কেল্লায় পরিণত হইয়াছিল। সেই বাটীতে বহুসংখ্যক পুলিশ বন্দুক লইয়া সমবেত হইয়াছিল।

প্রতিনিধিগণ দেখিলেন, সাধারণ পুলিশ ও রিজার্ভ পুলিশ বড় লাঠি লইয়া রাজপথে অবস্থিতি করিতেছে, নবাবের কাছারীতে বন্দুকধারী পুলিশ সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে রিজার্ভ পুলিশের সুবাদারের হাতে লাঠি ও কটিদেশে তরবারি শোভা পাইতেছে। তথাপি বরিশালের রাজপথে "বন্দে মাতরম্" বলিবার জন্য তাঁহারা যে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহা কিছুতেই বিচলিত হইল না। তাঁহারা ফুলারের বেআইনী সার্‌কুলার অগ্রাহ্য করিয়া রাজপথে "বন্দে মাতরং" বলিবার জন্য বহির্গত হইলেন; বাবু সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দও রাজপথে বহির্গত হইলেন। তাঁহাদের কিছু পশ্চাতেই এন্টী-সোসাইটীর প্রতিনিধি ছিলেন ইঁহারা ফটক পার হইয়া রাজপথে বহির্গত হইবামাত্র একদল তাঁহাদের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। নিমেষ মধ্যে পূর্ব্বগামী ও অনুসরণকারী প্রতিনিধিদিগের শ্রেণী হইতে তাঁহাদিগকে পৃথক করিয়া বহু "কৃষ্ণবর্ণ কোর্ত্তা ও খাকি কোর্ত্তাধারী" পুলিশ তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিল। মিঃ কেম্প

তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "তোমাদের উত্তরীয় (Badge) পরিত্যাগ কর;" তাঁহারা "বন্দেমাতরং" অঙ্কিত উত্তরীয় পরিত্যাগ করিতে অস্বীকার করিলেন। তখন কেম্প বলপূর্ব্বক উত্তরীয় কাড়িয়া লইবার উদ্যোগ করিলেন। তাঁহারা হস্ত দ্বারা বক্ষোপরিস্থ উত্তরীয় চাপিয়া ধরিলেন। তখন কেম্প স্বয়ং ও তাহার অনুচর পুলিশ তাঁহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। তখন তাঁহারা "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করিয়া অটল অচলের ন্যায় রাজপথে দণ্ডায়মান হইলেন। কেম্প ও পুলিশ বলপূর্ব্বক তাঁহাদের উত্তরীয় অপহরণ করিতে লাগিল। ইহাদের উপর অবিশ্রান্ত লাঠি বৃষ্টি হইতে লাগিল, তথাপি ইহারা ছত্রভঙ্গ হইলেন না, বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। পুলিশের লাঠিতে শচীন্দ্র প্রসাদের বদনমণ্ডল ফাটিয়া রক্তপাত হইল। ফণীন্দ্রনাথের সর্ব্বাঙ্গ লাঠিতে ক্ষত বিক্ষত হইল, বীরেন্দ্র, সুরেন্দ্র, হেম আহত হইল, তথাপি কেহ বন্দেমাতরম্ বলিতে ক্ষ্যান্ত হইল না। এণ্টিসার্কুলার সোসাইটীর প্রত্যেক প্রতিনিধি আহত হইল, তথাপি কেউ ভীত হইল না। শ্রেণী ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিল না।

বাবু বিপিনচন্দ্র পাল

গোলযোগের প্রারম্ভকালে লোন আফিসের অলিন্দোপরি দ্রুত-পদবিক্ষেপে গমন করিলেন, আর

শ্রীযুক্ত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

'আত্মশক্তির" উপর নির্ভর করিয়া "সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশের" আশায় শনৈঃ শনৈঃ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক সেই স্থান ত্যাগ করিলেন।

পুলিশের অত্যাচার

বহুসংখ্যক লাঠিধারী পুলিশ শূন্যহস্ত বালকদিগকে ঘিরিয়া যখন প্রহার করিতেছিল, তখন অগ্রগামী বা অনুসরণকারী কোন প্রতিনিধি জানিতে পারেন নাই যে, এন্টীসার্কুলার সোসাইটীর প্রতিনিধিদিগকে কেহ এমন করিয়া প্রহার করিতেছে। অনুসরণকারী প্রতিনিধিগণ যখন ফটক পার হইয়া রাজপথে গমন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, তখন আর একদল পুলিশ তাঁহাদের উপর লাঠি চালাইয়া তাঁহাদিগকে বাটীর বাহির হইতে দিল না। পাছে তাঁহারা অগ্রসর হইয়া এণ্টিসার্কুলার সোসাইটির প্রতিনিধিদিগকে সাহায্য করেন, সেই জন্য পথরোধ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের উপর লাঠি চালাইতে লাগিল। ফটকের সম্মুখে কতকগুলি লণ্ঠন জ্বলিতেছিল, লাঠির আঘাতে সেগুলি ভাঙ্গিয়া গেল। তখন দেখা গেল বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র হাবেলির ভিতর হইতে বহির্গত হইলেন। পুলিশের লাঠি বর্ষণের ভিতর দিয়া রাজপথে আসিলেন। তাঁহার পশ্চাতে কৃষ্ণনগরের উকীল বাবু বেচারাম লাহিড়ী যেই ফটক পার হইয়াছেন, অমনি কাল কোর্ত্তাওয়ালা

একটা বাঙ্গালী কনেষ্টবল তাঁহাকে প্রহার করিল বেচারাম বাবু তাহা অগ্রাহ্য করিয়া অগ্রসর হইলেন। তখন কৃষ্ণবাবু সেই কনেষ্টবলটার গলা ধরিয়া টানিয়া আনিয়া মিঃ কেম্পের নিকট উপস্থিত করিলেন। কেম্প বলিলেন, "হাঁ আমি ইহাকে মারিতে দেখিয়াছি। আমি ইহাকে কয়েদ করিলাম।" প্রকাশ পাইল ইহার নাম শশিভূষণ দে।

কাব্যবিশারদের দুর্গতি। *

বাবু ললিত মোহন ঘোষালের চীৎকারে ছাত্রদিগের নিগ্রহ হইতেছে শুনিয়া কাব্যবিশারদ একদিকে অগ্রসর হইয়া কয়েকটী যুবককে তাহাদের হস্ত হইতে নিস্কৃতি দান করেন। তাহার উপরে লগুড় চালিত হইয়াছিল; কিন্তু আঘাতের মাত্রা কলিকাতায় ডাক্তারি পরীক্ষার পূর্ব্বে সম্যকরূপে বুঝিতে পারা যায় নাই। একজন হিন্দুস্থানী সুবাদার বলিয়া উঠিল "মারো মাৎ, ব্রাহ্মণ হায়"। তাহাতেই সেযাত্রা তাঁহার নিস্কৃতি লাভ ঘটিয়াছে।

আরও অত্যাচার।

শ্রীহট্ট সুনামগঞ্জের বাবু ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী ফটক হইতে বাহির হইবামাত্র পুলিসের সুবাদারের হুকুমে প্রহৃত হইয়া ভূতল-

---

* এ অংশ প্রথমে হিতবাদী ও বেঙ্গলীতে অপ্রকাশিত রাখা হইয়াছিল, সুতরাং বাহির হয় নাই। পরে "টেলিগ্রাফ, বঙ্গবাসী ও অমৃতবাজার পত্রিকাদিতে প্রকাশের শেষে হিতবাদী প্রভৃতিতেও বাহির হইয়াছে।

শায়ী হইলেন। তাঁহার মস্তক ফাটিয়া গেল, হাত ভাঙ্গিয়া গেল। কৃষ্ণবাবু কিঞ্চিৎ দূর হইতে তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া অগ্রসর হইলেন এবং সুবাদারকে এক ধাক্কা দিয়া দূরে সরাইয়া দিলেন। যে সকল পুলিশ প্রহার করিতেছিল, কৃষ্ণ বাবুর কথায় তাহারা সরিয়া গেল। তখন কৃষ্ণ বাবু মিঃ কেম্পের নিকট গমন করিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া যেখানে ব্রজেন্দ্রলাল পড়িয়াছিলেন, সেইখানে লইয়া গেলেন। কৃষ্ণ বাবু কেম্পকে বলেন, তোমার পুলিশ গুণ্ডার ন্যায় ব্যবহার করিতেছে। তাহাদিগকে এখনই সরিয়া যাইতে বল। নতুবা আজ মহা বিপদ হইবে।" কৃষ্ণবাবু যখন কেম্পকে টানিয়া লইয়া গিয়া ব্রজেন্দ্রলালকে দেখাইলেন, তখন চারিদিকে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি হইতে লাগিল।

সুরেন্দ্র বাবুর অবরোধ।

বাবু ললিতমোহন ঘোষালের গগনভেদী স্বরে অগ্রগামী নেতারা যখন জানিতে পারিলেন যে পশ্চাদ্ ভাগের শ্রেণীতে যুবকদিগের উপর লাঠি চালাইতেছে, তখন তাঁহারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। সুরেন্দ্র বাবুকে দেখিয়া সকলের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইল। পুলিশদলেও একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। কনষ্টেবলগণ লাঠি স্কন্ধে করিয়া রুদ্ধশ্বাসে সেই দিকে দৌড়িয়া গেল। কেম্পও সেই দিকে ধাবিত হইলেন। কিঞ্চিৎকাল পরে কেম্প সুরেন্দ্র বাবুকে বন্দী করিয়া ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। পশ্চাতে লাঠির আঘাতে প্রতিনিধিদিগের দেহ ক্ষত

বিক্ষত করিতেছে, ইহা শুনিতে পাইয়া বাবু সুরেন্দ্রনাথ, মতিলাল, ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ফিরিয়া আসিতেছিলেন। সম্মুখে কেম্পকে দেখিতে পাইয়া সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন, "এসব কি হইতেছে? যদি কোন বে-আইনী কাজ করিয়া থাকি, তবে আমাদিকে অবরুদ্ধ করিতে পার, কিন্তু কাহাকেও প্রহার করার অধিকার তোমাদিগের নাই। যদি ইচ্ছা হয়, আমাকে বন্দী করিতে পার। কেম্প বলিলেন "আপনাকে গ্রেপ্তার করিলাম।" সুরেন্দ্র বাবু তখন বলিলেন, "বেশ গ্রেপ্তার কর ক্ষতি নাই, আমার ঘাড়ে সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি। কাহাকেও প্রহার করিও না।" তখন মতি বাবু, ভূপেন্দ্র বাবু প্রভৃতি পশ্চাদ্দিকে আসিয়া বলিলেন, "আমাদিগকেও গ্রেপ্তার কর।" চারিদিক হইতে বহু লোক বলিলেন, "আমাদিগকেও গ্রেপ্তার কর।" কেম্প বলিলেন আপনাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার হুকুম নাই। কেম্প সুরেন্দ্র বাবুকে লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ী গেলেন। লাকুটিয়ার মনস্বী জমীদার বাবু বিহারীলাল রায়, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত ও শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ তাঁহার সঙ্গে গমন করিলেন। গমনকালে সুরেন্দ্র বাবু অপর সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনারা মণ্ডপে গমন করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করুন।"

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী।

সুরেন্দ্রনাথের এই অবরোধের অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত অনারেবল মিঃ জে, চৌধুরী ফটকের সম্মুখে আসিয়া কেম্পকে

বলিলেন, "তুমি পুলিশকে শাসনে রাখিতে পারিতেছ না।" কেম্প বলিলেন, "আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম আমি বেশ জানি।" একজন কনেষ্টবল আসিয়া মিঃ চৌধুরীর মাথায় লাঠি মারিয়াছিল। তাঁহার মাথায় টুপী না থাকিলে বোধ হয় তাঁহার মাথা ফাটিয়া যাইত। সে যাহা হউক, এমন সময়ে হঠাৎ সম্মুখে গভীর "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি হইল। কেম্প তখন সুরেন্দ্র বাবুকে বন্দী করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের বাটীতে গিয়াছিলেন। সুতরাং আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অশ্বে কশাঘাত করিয়া দ্রুতবেগে সেই দিকে ছুটিলেন। প্রকাণ্ড লাঠি উত্তোলন করিয়া পুলিশদল সেই দিকে দৌড়িল। তখন পশ্চাদ্দিক হইতে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি হইল। ছোট প্রভু ও পুলিশ আবার পশ্চাদ্দিকে দৌড়িয়া আসিলেন। তখন সম্মুখে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি শুনিয়া আবার পুলিশ সেই দিকে ধাবিত হইল। পুলিশ এইরূপ একবার সম্মুখে, একবার পশ্চাদ্দিকে, ফুটবলের ন্যায় দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল। সমস্ত প্রতিনিধি রাস্তায় বহির্গত হইয়া বন্দেমাতরম্ রবে নগর প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভাণ্ডার পত্রের অধ্যক্ষ বাবু কেদারনাথ দাস গুপ্ত রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন। ছোট সাহেব ঘোড়ার উপর হইতে তাঁহার পেটে পদাঘাত করিলেন। কেদার বাবু তাঁহরে ঘোড়া ধরিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ছোট বীর দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়া গেলেন। সকলের পশ্চাতে বাবু আনন্দচন্দ্র রায়, বাবু অনাথবন্ধু গুহ ও মিঃ জে, চৌধুরীর নির্দ্দিষ্ট স্থানে ছিল। তাঁহারা সমস্ত প্রতিনিধিদিগকে

লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে একজন যুবক সভাপতির মুদ্রিত বক্তৃতা লইয়া মণ্ডপের দিকে যাইতেছিলেন। ছোট হুজুর মনে করিলেন ঐ বুঝি রাজদ্রোহসূচক পুস্তিকা লইয়া যাইতেছে। তাই সে কয়েকখানি কাগজ কাড়িয়া লইয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

কার্য্যারম্ভ।

সভাপতি মিঃ আবদর রসুল সপত্নীক সভাস্থলে উপস্থিত হইলে অধিবেশন আরম্ভ হইল। এত উত্তেজনা, সুরেন্দ্রনাথের অনুরোধ পুলিশের অত্যাচার প্রভৃতি কিছুতেই সদস্যবর্গের হৃদয় টলিল না। তাঁহারা কার্য্যারম্ভ করিলেন। বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত সুরেন্দ্র বাবুর সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। সুতরাং সহকারী সম্পাদক বাবু নিবারণচন্দ্র দাস তাঁহার পরিবর্ত্তে আবাহন বক্তৃতা পাঠ করিলেন; "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করিতে লাগিল।

ম্যাজিষ্ট্রেটের গৃহে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুরেন্দ্র বাবুর সঙ্গে লাকুটিয়ার উচ্চমনা জমিদার বাবু বিহারিলাল রায়, সুপ্রসিদ্ধ বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত ও শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ গমন করিয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব চাপরাসী দিয়া কাব্যবিশারদকে ডাকাইলেন। তাঁহার সেই অনাবৃত দেহ, শুভ্র উপবীত ও কৌষিক ধুতি চাদর অবশ্যই

অসভ্যতা-ব্যঞ্জক বিবেচিত হইল। প্রভু ইমার্সন কেম্প সাহেবকে বলিলেন, "এইরূপ লোকদিগকে মাথায় 'হ্যাট' না দিয়া আমার সম্মুখে আনয়ন পুরঃসর আমার অবজ্ঞা করিবার কি প্রয়োজন ছিল, বুঝিতে পারি না।" বিশারদকে বলিলেন "Get out"। এরূপ সম্ভাষণ পাইয়া সহাস্য হাস্যে, লগুড় গ্রহণ পূর্ব্বক কাব্য-বিশারদ মহাশয় গাড়ীতে আসিয়া বসিলেন ও কৌতুক দেখিতে লাগিলেন। তৎপরে বাবু অশ্বিনীকুমার দত্তের অভ্যর্থনা হইল। তাঁহার ধুতি চাদর জামা পরা ছিল, কিন্তু মাথায় হ্যাট বা সাহেবী টুপী ছিল না, সুতরাং তাঁহারও বহির্দ্দেশে গমনের অনুমতি হইল। শেষে বিহারী বাবুকেও আরক্ত নেত্রে বাহিরে যাইতে বলা হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার ডাকা হইল।

সুরেন্দ্রনাথের প্রথম বিচার।

বাবু সুরেন্দ্রনাথ চেয়ারে বসিতে যাইতেছিলেন। ইমার্সন সাহেব তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিল, "আপনি আসামী বসিতে পারেন না।" সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আমাকে কি অপমানিত করিবার জন্য এই স্থলে আনয়ন করা হইয়াছে?" হুজুর কোন উত্তর দিলেন না। আপন মনে কি লিখিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন আপনাকে দশ হাজার টাকার মুচলেখা দিতে হইবে ও প্রত্যেকে পাঁচ হাজার করিয়া দশ হাজার টাকার দুইজন জামিন দিতে হইবে। অতঃপর এ বিষয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য হইল না। কোথায় বা জামিন, কোথায় বা মুচলেখা,

কে দিবে আর কে বা গ্রহণ করিবে? এ কথাই আর উঠিল না! এ ব্যাপার এই পর্য্যন্তই চাপা পড়িল।

ইমার্সন লীলা।

তখন কেম্পের এজেহার গৃহীত হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট স্থরেন্দ্র-নাথকে বলিলেন, "আপনাদিগের ব্যবহার কি লজ্জাজনক নহে? তাহাতে স্থরেন্দ্রবাবু কহিলেন, আমি এরূপ ভাষা ব্যবহারের প্রতিবাদ করি।" ম্যাজিষ্ট্রেটের মুখে এরূপ ভাষা শোভা পায় না। ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, আপনি আদালতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছেন, স্থতরাং আপনাকে অভিযুক্ত করিতেছি।

স্থরেন্দ্র বাবু। তাহা হইলে আপনি ইহার বিচার করিতে পারেন না।

ম্যাজিষ্ট্রেট। আমি আমার কর্ত্তব্য বেশ বুঝি। ইষ্টার পর্ব্বের ছুটির সময়ে, ম্যাজিষ্ট্রেটের গৃহে আদালতের প্রতি অবজ্ঞা এই ভাবে গড়াইতে লাগিল। কাণ্ড দেখিয়া হুজুরের বন্ধুর আর এক হুজুর স্থরেন্দ্র বাবুকে বলিলেন, "ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ব্যাপারটা মিটাইয়া ফেলুন।" স্থরেন্দ্র বাবু বলিলেন, "আমি তাহাতে প্রস্তুত নহি।"

ম্যাজিষ্ট্রেট। আমি আপনাকে আর একবার সময় দিতেছি। আপনি আপনার কথার প্রত্যাহার করুন।

স্থরেন্দ্র বাবু। আমি কোন অন্যায় কথা বলি নাই, স্থতরাং

কোন কথারই প্রত্যাহার করিব না। আদালতের অবজ্ঞার জন্য সুরেন্দ্রবাবুর দুই শত টাকা জরিমানা হইল।

গ্রেপ্তারের পরিশিষ্ট।

তখন সুরেন্দ্রবাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগকারী কেম্প সাহেবের এজেহার গৃহীত হইতে লাগিল। এই এজেহারের সহিত সরকারি প্রকাশিত এজেহার কিরূপ মিলিয়াছে, তাহা পাঠকবর্গ বুঝিতেই পারিতেছেন। ১১৮ ধারার মামলায় বিনা ওয়ারেণ্টে পুলিশ গ্রেপ্তার করিতে পারে না, তথাপি সুরেন্দ্রবাবু অবরুদ্ধ ও দণ্ডিত হইলেন। দুইশত টাকা জরিমানা অথবা তাহার পরিবর্ত্তে একমাস কারাবাসের অনুমতি হইল।

সুরেন্দ্রনাথের সভাপ্রবেশ।

সভাস্থলে সুরেন্দ্রনাথ প্রত্যাগত হইলে তথায় যে ভাবের প্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা মানব ভাষার অসাধ্য। দিগ্দিগন্ত জয়ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; সকলে সমস্বরে "সুরেন্দ্রনাথের জয়" "বন্দে মাতরম্" প্রভৃতি উচ্চারণ করিতে লাগিল ভাবাবেশে গদ্গদ কণ্ঠে সকলের হৃদয় দ্রব করিয়া সুরেন্দ্রবাবু সভাপতি নির্ব্বাচন প্রস্তাবের যে প্রকারে অনুমোদন করিলেন, তাহা বর্ণনা করা অপেক্ষা অনুভব করা অল্পায়াসসাধ্য।

হৃদয়-বিদারক দৃশ্য।

পূর্ব্বকথিত আহত যুবক বাবু ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলীর ক্ষতস্থান

চিকিৎসকেরা যে ভাবে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাকে সেই ভাবে টেবেলের উপর দাঁড় করাইয়া জ্বরগ্রস্ত, আহত চিত্তরঞ্জনের পিতা বাবু মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মধ্যে দণ্ডায়মান হইলেন। মনোরঞ্জন বাবু বলিলেন, "বাল্যকালে মেঘনাদ বধ কাব্য পাঠ করিতে করিতে আমার দুইটি ছত্র বড় ভাল লাগিয়াছিল। পুত্রশোকাতুর রাবণ বীরবাহুর মৃত দেহ ধুলায় লুণ্ঠিত দেখিয়া বলিয়াছিলেন :—

"যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ কুমার
প্রিয়তম, বীরকুলসাদ এ শয়নে
সদা! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে ?
যে ডরে ভীরু সে মূঢ় ; শতধিক্ তারে।"

আজি আমার পুত্রকে পুলিশ হস্তে নিগৃহীত দেখিয়া ও ধূলাবলুণ্ঠিত এই সকল বালককে দেখিয়া আমার মুখ দিয়া যেন বাহির হইতেছে—

যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ কুমার
প্রিয়তম, বীরকুল সাদ এ শয়নে
সদা!

এইরূপ ওজসীনী ভাষায় লোকের মর্ম্মস্পর্শ করিয়া মনোরঞ্জন বাবু যখন বলিতে লাগিলেন, তখন সভাস্থ আবাল বৃদ্ধ বণিতার কেহই বোধ হয় অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন নাই। পুত্র জীবিত

থাকিবে কি না, সেই শঙ্কা, এই উদ্বেগ, পিতার প্রাণে কি দারুণ আঘাত করিতেছিল, তাহা অন্তর্য্যামিই জানেন। কিন্তু অন্তরের ভাষা বেশ সংযত করিয়া মনোরঞ্জন বাবু যে বীরত্বের দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, তাহা কি এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে বিফল হইবে?

শ্রীমান্ চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা।

এই বীরবালক সুপ্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার অন্যতম পুত্র। ইহার অঙ্গে এণ্টিসার্কুলার সোসাইটির নাম অঙ্কিত ছিল বলিয়া কাপুরুষ পুলিশের লোকেরা ইহাকে আক্রমণ করে। এদিক হইতে লগুড়ের আঘাতে উহাকে ওদিকে ফেলিয়া দেয়। বালক "বন্দেমাতরম্" বলিতে বলিতে ওদিকে গিয়া পড়ে, আবার ওদিক হইতে লাঠির ঘায় বালককে এদিকে ফেলিয়া দিলে বালক বন্দেমাতরম্ বলিতে বলিতে এদিকে আসিয়া পড়ে। কঠোর আঘাতে একবারও বালক "বন্দেমাতরম্" বলিতে বিরত হয় নাই। শেষে পাষণ্ডেরা যখন তাহাকে পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দিল ও লগুড়াঘাত করিতে লাগিল তখনও শ্রীমান্ চিত্তরঞ্জন "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি পরিত্যাগ করে নাই। এই ভাবে তাহার প্রাণ-বিয়োগের সম্ভাবনা দেখিয়া একজন হিন্দুস্থানী পুলিশ কর্ম্মচারী তাহাকে পুষ্করিণীর পাড়ে তুলিয়া দেয়। বালকের তখন মাথা ঘুরিতেছিল, তীরে আসিয়া দারুণ যন্ত্রণায় তাহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইলে, সে বিশ্রামলাভ করিল। তাহার পিতা আসিয়া যখন পুত্রকে দেখিলেন, তখন বালক বলিল,

"বাবা শেষ পর্য্যন্ত আমি "বন্দেমাতরম্" বলিয়াছি। আর এক ঘা লাঠী খাইলে আমার মৃত্যু হইত।" পিতা মনোরঞ্জন বাবু প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "বাবা দেশের জন্য তুমি যদি মরিতে, তাহা হইলে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত হইতাম না।" ঐ দিবস বালকের জ্বর হয়; এখন আমরা আহ্লাদের সহিত পাঠকবর্গকে জানাইতেছি, তিনি ভাল আছেন।

বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র।

ইনি যে প্রকার স্বদেশানুরাগ ও সৎসাহস প্রকাশ করিয়া বালকদিগকে কাপুরুষদিগের আক্রমণ রক্ষা করিবার জন্য অগ্রগামী হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণকুমার বাবু রিক্ত হস্তে ৪ জন কনেষ্টেবলের গলদেশ ধৃত করিয়া তাহাদিগকে কয়েক হাত তফাতে নিক্ষেপ করেন তাহাতে কয়েকটি ছাত্রের নির্য্যাতন রহিত হয়।

বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু

ছাত্রদিগকে রক্ষা করিবার জন্য নির্ভীক চিত্তে সশস্ত্র পুলিশ কনষ্টেবলের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন "মারো মৎ"। একজন মুসলমান প্রহরী তাঁহাকে বলিল, "তোমকোবি মারেগা" ভূপেন্দ্র বাবু বলিলেন, "মারো"। তাঁহাকে কিন্তু কেহ মারিল না।

সমিতির অন্যান্য কার্য্যবিবরণ।

সভাপতি-নির্ব্বাচন।

বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু সভাপতি নির্ব্বাচনের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া যে তেজোগর্ভ বক্তৃতা করেন, তাহা শ্রবণ করিয়া সকলেই বিষম উত্তেজিত হইয়াছিলেন। তিনি বলেন, একদিন সকলেই এদেশে ইংরাজরাজত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে বলিয়া মনে করিত। কিন্তু অদ্যকার ব্যাপার দেখিয়া অন্যরূপ মনে হইতেছে। নিরীহ, শান্তিপ্রিয় ভদ্রজনসমাজের প্রতি এরূপ ঘোর অবৈধ অত্যাচার কখনই রাজ্যের পক্ষে কল্যাণকর নহে। তাঁহার অগ্নি-গর্ভ বক্তৃতার শেষ হইলে ছয় সহস্র কণ্ঠে ভীষণ রবে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি হইল। বাবু মতিলাল ঘোষ এই প্রস্তাব অনুমোদন ও বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সমর্থন করিলে সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে উহা পরিগৃহীত হয়। তখন মিঃ রসুল সভাপতির আসনে গিয়া উপবেশন করিলেন। সভাপতি মহাশয়ের অসুস্থতা নিবন্ধন তাঁহার বক্তৃতার একাংশ শ্রীযুক্ত হালিম গজনভি মহোদয় পাঠ করিয়াছিলেন।

প্রথম প্রস্তাব।

সভাপতির বক্তৃতার পর বাবু মতিলাল ঘোষ প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। সে প্রস্তাবের মর্ম্ম এই :—যে হেতু আজ

দিবালোকে, সমস্ত সহরের লোকের সম্মুখে ডিষ্ট্রীক্ট ও আসিষ্টাণ্ট স্থপারিণ্ডেণ্টের আদেশে পুলিশ সভাপতি মিঃ রসুলের অভ্যর্থনার জন্য সমবেত প্রতিনিধিদের উপর অবৈধভাবে লাঠি চালাইয়াছে এবং দেশবাসীর নেতা বাবু স্থরেন্দ্রনাথকে বিনা কারণে এরূপভাবে কয়েদ করিয়াছে, তাহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, বরিশালে আইনসঙ্গত শাসনপ্রণালী বিলুপ্ত হইয়াছে।

যেহেতু পূর্ব্ববাঙ্গালা ও আসামের নানা স্থানের লোক স্বদেশসেবা করার অপরাধে প্রহৃত ও নানারূপে নিগৃহীত হইয়াছে, তজ্জন্য এই সমিতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, এই প্রদেশে আর বৈধ শাসনপ্রণালী প্রচলিত নাই; স্থতরাং নিজের শক্তির যে সকল কার্য্য নির্ভর করে, বর্ত্তমান বর্ষের সমিতি কেবল সেই সকল প্রস্তাবের আলোচনা করিবেন। বর্ত্তমান দায়িত্বশূন্য গবর্ণমেণ্টের উপর যে সকল কার্য্যের মীমাংসার ভার আছে, বর্ত্তমান বর্ষের সমিতি তাহার আলোচনা হইতে ক্ষান্ত থাকিবেন। এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইলে সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হয়।

দ্বিতীয় দিবস।

অদ্য সহরে গুজবে অন্ত নাই। কেহ বলিল, আজ প্রতিনিধিগণ রাস্তায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বাহির হইলেই পুলিশ গুলি চালাইবে। কেহ বলিল, রাস্তায় যে বন্দে মাতরম্ বলিবে, তাহাকেই পুলিশ গুলি করিবে বলিতেছে। এমন কি গুজব

রটিল যে, ফুলার সাহেব বরিশালে আসিয়াছেন। তাঁহার ব্রহ্ম-কুণ্ড নামক ষ্টীমারে দেখা করিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট ইমার্সন সাহেব গমন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, সেইদিন ফুলার সাহেবের ষ্টীমার বরিশালের ঘাটে আসিয়া লাগিয়াছিল, তবে ফুলার সাহেব সে ষ্টীমারে ছিলেন কি না তাহা ঠিক জানা যায় নাই।

এই সকল জনরবে প্রতিনিধিগণ ভীত হন নাই। যথারীতি পূর্ব্বাহ্ন ১১টার সময় সভার অধিবেশন হইল। দলে দলে প্রতিনিধিগণ রাজপথ দিয়া উচ্চ কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিতে করিতে সমিতির মণ্ডপে উপনীত হইতে লাগিলেন। পূর্ব্ব দিনের অপেক্ষা অদ্য মণ্ডপে অধিক সংখ্যক লোকের সমাগম হইয়াছিল। পূর্ব্ব দিবসে দুই শত রমণী সভায় যোগদান করিয়াছিলেন, অদ্য উপস্থিত রমণীর সংখ্যা প্রায় পঞ্চশত হইয়াছিল। সভাস্থল স্থির নিশ্চল বিশাল জন-সমুদ্রের আকার ধারণ করিল। প্রথমে বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত গীত হয়। সভায় উপস্থিত সমগ্র জনমণ্ডলী সসম্মানে দণ্ডায়মান হইয়া জন্মভূমির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তৎপরে ভবানীপুরের স্বদেশ-সেবক সম্প্রদায় ও এণ্টি-সারকুলার সোসাইটীর যুবকগণ মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইয়া "মাগো যায় যেন জীবন চলে, শুধু জগৎ মাঝে তোমার কাজে বন্দে মাতরম্ বলে" এই গানটী প্রাণ খুলিয়া গাইলেন।

স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের প্রস্তাব।

তৎপরে অশ্বিনী বাবু একখানি পত্র অবলম্বন করিয়া প্রস্তাব

করিলেন যে, গত কল্য যে স্থানে বালকদিগের রক্তপাত হইয়াছে ও সুরেন্দ্র বাবু বন্দি হইয়াছে, সেই স্থানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হউক। এই প্রস্তাব উপস্থিত হইবা মাত্র চাঁদা সংগৃহীত হইতে আরম্ভ হইল। অবশ্য নগদ টাকা লইয়া অতি অল্প লোকেই সমিতিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুতরাং সকলে সভাস্থলে অর্থদান করিতে পারেন নাই, তথাপি অনেকে হস্তের অঙ্গুরীয়ক প্রভৃতি খুলিয়া স্মৃতিস্তম্ভের সহায়তাকল্পে দান করিয়াছিলেন। বাবু তারাপ্রসন্ন বসুর পত্নী শ্রীমতী সরোজিনী বসু তাঁহার সোণার বালা খুলিয়া দান করিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতদিন বঙ্গদেশে "বন্দেমাতরম" রহিত করিবার অবৈধ আদেশ রহিত না হয় ততদিন তিনি আর হস্তে বালা পরিবেন না। এই প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া সকলে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করিলেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে যাহারা এই স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠার জন্য নগদ টাকা দান করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে কলিকাতার জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণের দানের মাত্রাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল; তিনি সভাস্থলে নগদ এক-শত মুদ্রা দান করিয়াছিলেন। শ্রীমতী সরোজিনী বসুর পত্র প্রকিশিত হইল।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

ইহার পর দ্বিতীয় প্রস্তাবে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ নিবারণের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। এই প্রস্তাব ফরিদপুরের বাবু কামিনী কুমার মুখোপাধ্যায়, চট্টগ্রামের বাবু যাত্রামোহন সেন, শ্রীহট্টের বাবু

শশীন্দ্র সিংহ, কাছাড়ের বাবু ইন্দুভূষণ মজুমদার, বৰ্দ্ধমানের মৌলবী আবুল হোসেন, কৃষ্ণনগরের বাবু বেচারাম লাহিড়ী, হুগলীর বাবু মথুরানাথ গাঙ্গুলী, ২৪ পরগণার ডাক্তার গফুর প্রভৃতি উত্থাপন, অনুমোদন ও সমর্থন করেন। সৰ্ব্বসম্মতিক্রমে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি সহকারে এই প্রস্তাব পরিগৃহীত হয়।

তৃতীয় প্রস্তাব।

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় তৃতীয় প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। এই প্রস্তাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয় অলোচিত হইয়াছিল। বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বাবু ব্রজসুন্দর রায়, বাবু সুরেন্দ্রনাথ সেন, মৌলবী হেদায়ৎ বক্স এই প্রস্তাবের অনুমোদন ও সমর্থন করেন। এই সময়ে সেই প্রসিদ্ধ বীর বালক রাজেন্দ্র লাল সাহাকে সকলের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, এই বালক আসামীর কাঠগড়ায় থাকিয়া ও বিলাতী কলমে নাম স্বাক্ষর করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিল; এবং কারাগারে বিলাতী কম্বল ব্যবহার করিতে চাহে নাই। তাহাকে দেখিয়া সকলে উচ্চরবে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি করিলেন। অতঃপর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি-কল্পে গৌরীপুরের ভূম্যাধিকারিণী শ্রীমতি বিশ্বেশ্বরী দেবী এক লক্ষ টাকা, বাবু সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী তিন হাজার, বাবু অনাথবন্ধু গুহ দুই হাজার, ডুমহারের বাবু বরেন্দ্র কুণ্ডু মহাশয় পাঁচশত টাকা নগদ দান করিতে স্বীকার করেন।

চতুর্থ প্রস্তাব।

এই প্রস্তাবে স্বয়ং সভাপতি মহাশয় বিলাতী পণ্য বর্জ্জনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিলেন। বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌলবী আবুল হোসেন, মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু, বাবু শচীন্দ্র প্রসাদ বসু, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রবাবু মহিলাগণকে সম্বোধন করিয়া বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জনে দৃঢ়সংকল্প হইতে অনুরোধ করেন। মাঙ্গলিক হুলুধ্বনি সহকারে রমণী সমাজ সে প্রস্তাবে সম্মতিজ্ঞাপন করেন।

পুলিশের প্রবেশ।

কাব্যবিশারদ মহাশয় বক্তৃতা করিতেছিলেন, এমন সময়ে পুলিশ সাহেব মিঃ কেম্প সশস্ত্র পুলিশ ফৌজ লইয়া মণ্ডপের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দ্বারস্থিত একজন ভলণ্টিয়ার তাঁহাকে সভাস্থলে প্রবেশ করিতে দিল না। তিনি ভিতরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলে ভলণ্টিয়ার (মুকুন্দলাল) তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল, "কাপ্তেনের অনুমতি ভিন্ন আমি কাহাকেও বিনা টিকিটে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিব না।" তখন মণ্ডপের বাহিরে বহুসংখ্যক বন্দুক ও লগুড়ধারী পুলিশ দণ্ডায়মান ছিল, দ্বারস্থিত ভলণ্টিয়ার তথাপি ভীত হয় নাই। মিঃ কেম্প মণ্ডপে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হইয়া বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত ও সমিতির সম্পাদক বাবু রজনীকান্ত দাস মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার

ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তদনুসারে তাঁহারা বাহির হইবামাত্র মিঃ কেম্প তাঁহাদিগের হস্তে নিম্নলিখিত পরোয়ানা প্রদান করিলেন।

কনফারেন্স সভার সভ্য সেক্রেটারী দর্শক ও শ্রোতাগণ প্রতি।

যেহেতু আমার নিকট প্রকাশ করা হইয়াছে যে, আপনারা অত্র বরিশাল সহরে ব্রজমোহন কলেজের উত্তর পার্শ্বে এক সভা করিয়া বিনা কারণযুক্ত কার্য্য গোলমালজনক কার্য্য করিতেছেন। অতএব আমি এতদ্দ্বারা আপনাদিগকে আদেশ করিতেছি যে, আপনারা অথবা সর্ব্বসাধারণ কেহই ঐ সভায় যোগদান করিতে পারিবেন না অথবা করিবেন না। প্রকাশ থাকে যে, অত্র সহরে রাজা বাহাদুরের হাউলীতে [বা অন্যত্র] ঐরূপ কোন কাজ করিবেন না।

T. Emerson, Magistrate.
15. 4. 09.

As it appears from Police report that the breaking up of the meeting of the Conference which is being held at a Pandal in the town opposite the B. M. College is likely to be followed by unruly proceedings in the streets and noisy prrocession which have been forbidden by proper authority, I hereby order that the public or any persous are not to meet in the

Pandal or elsewhere for the said purpose and the public are not to form crowds in the streets. As it also appears likely that the crowds may meet in Rajabahadur's Habeli and from unlawful assembly.

It is hereby ordered that this is also forbidden.

(Sd.) T. Emerson.

15. 4. 06.

অশ্বিনী বাবু ও রজনী বাবু এই বিচিত্র ইংরাজী ও অশ্রুতপূর্ব্ব বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত পরোয়ানা লইয়া সভাপতির নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন উহা লইয়া নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হইল। বাবু বিপিনচন্দ্র পাল বলেন, পুলিশ যখন আপত্তি করিতেছে, তখন আমাদের সভাভঙ্গ করাই উচিত। কৃষ্ণবাবু এই কথায় প্রতিবাদ করিয়া বলেন,—আমরা কিছুতেই সভাগৃহ ত্যাগ করিব না। পুলিশ গুলি চালাক্ তথাপি আমরা নড়িবনা। এই বলিয়া তিনি বিপিন বাবুকে ভীরুতার জন্য তিরস্কার করেন। আলোচনায় স্থির হইল যে, এই অবৈধ আদেশ কেহ পালন করিবে না, যদি মিঃ কেম্প ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে বলপূর্ব্বক সভা ভঙ্গ করিতে পারেন। এই সময়ে মিঃ কেম্প সভাপতির অনুমতি গ্রহণ করিয়া মঞ্চোপরি আরোহণ করিলেন। তখন চারিদিকে ভৈরব রবে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি উত্থিত হইতেছিল। উপস্থিত জনগণের চিত্তে বিষম উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছিল। সেই ভীষণ উত্তেজনা দর্শনে কম্পিত কলেবর কেম্প

সুরেন্দ্র বাবুর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া বলিলেন "I hope now I am safe." অর্থাৎ ভরসা করি আপনার নিকট দাঁড়াইয়া আমি এখন নিরাপদ হইয়াছি। প্রতিনিধিগণ তখন মিঃ কেম্পকে বলিলেন, 'বল বন্দেমাতরম্',—চারিদিক হইতে বিশেষ উত্তেজনার সহিত ঐ কথা ধ্বনিত হইতে লাগিল। তখন মিঃ কেম্পও বন্দে মাতরম্ বলিলেন।

মিঃ কেম্পের মুখে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া উত্তেজিত জনসাধারণ শান্ত হইলে মিঃ কেম্প বলিলেন, সভা ভাঙ্গিয়া ফিরিয়া যাইবার সময় কেহ রাস্তায় "বন্দেমাতরম্" বলিবে না। আপনারা যদি এ বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাদিকে সভার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার অনুমতি প্রদত্ত হইবে। বলা বাহুল্য, প্রতিনিধিগণ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তখন কেম্প বলিলেন, দায়িত্ব গ্রহণ না করেন, শুদ্ধ নেতৃবৃন্দ প্রতিনিধিদিগকে সভার বাহিরে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করিতে নিষেধ করুন। তাহাতেও কেহ সম্মত হইলেন না। তখন কেম্প বলিলেন, অগত্যা আমাদিগের বল প্রকাশ করিতে হইবে।

অতঃপর নেতৃবৃন্দের মধ্যে পরামর্শ আরম্ভ হইল। তাঁহারা বুঝিলেন যে, পুলিশ সাহেবের আদেশে সভাগৃহ ত্যাগ না করিলে বালকদিগকে অকারণে লগুড়াঘাত সহ্য করিতে হইবে। সুতরাং পুলিশকে অত্যাচার করিবার অবসর না দিয়া নীরবে সভাগৃহ ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য বলিয়া সকলে স্থির করিলেন। বাবু কৃষ্ণ-

কুমার মিত্র কিছুতেই সে প্রস্তাবে সম্মত হইতে চাহেন নাই। পরিশেষে অনেক বুঝাইয়া তাঁহাকে সভা ত্যাগ করিতে সম্মত করা হয়।

সভা-ভঙ্গ।

পুলিশ সাহেব যখন বলেন যে, হয় আপনারা সভা হইতে স্বেচ্ছায় বাহির যান, না হয় আমি পুলিশ দিয়া এখনই সকলকে বাহির করিয়া দিব, তখন সেই নির্ম্মম বাণী শুনিয়া সেই মণ্ডপ-স্থিত জন-সমুদ্র অবিরাম কলরোলে মুখরিত হইয়া উঠিল। মাতৃ-পূজার মন্ত্র "বন্দে মাতরম্" তখন মুহুর্মুহু মণ্ডপ-গৃহচূড়া ভেদ করিয়া দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করিতে লাগিল। উত্তাল-সমুদ্র-তরঙ্গ পাষাণ গাত্রে প্রবল আঘাত প্রাপ্ত হইলে যেমন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, তেমনি এই অগণিত মনুষ্যমণ্ডলী ক্রোধে ক্ষোভে উন্মত্ত হইল। কিন্তু নেতার আদেশ অনতিক্রমণীয়। সুতরাং সকলেই ধীরে, ধীরে মণ্ডপ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে লাগিলেন। মাননীয় মিঃ জে, চৌধুরী বলিলেন, যাও সকলে বাড়ী যাও, কনফারেন্স এ জায়গায় ভাঙ্গিল বটে, কিন্তু গৃহে গৃহে কনফারেন্স হউক— গ্রামে গ্রামে আন্দোলন হউক। বিদেশী জিনিষ একেবারে নির্ব্বাসিত হউক। স্বদেশী দ্রব্য নির্ম্মিত হউক। যাও, বাড়ী যাও। আজি আমাদের শোকের দিন নহে, আনন্দের দিন। যে দিন এই লাঠি বিলাতে ইহাদিগের পৃষ্ঠে পড়িবে, সেই দিন আমাদিগের প্রতিশোধের দিন আসিয়াছে বুঝিব।

ক্রমে সভাগৃহ জন-শূন্য হইল। উৎসবান্তে নাট্যমঞ্চ যেমন বিষাদ-মণ্ডিত হয়, এখানেও সেইরূপ বা ততোধিক বিষাদের কালিমা দৃষ্ট হইল। ইংরাজ রাজ্যে নবশাসন-প্রণালীর সুস্পষ্ট প্রতিকৃতি সর্ব্বজন সমক্ষে প্রকটিত হইল!

পরামর্শ সভার বাদানুবাদ।

প্রাদেশিক সমিতি ভঙ্গ হইবার পরেই স্থানীয় মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান বাবু রজনীকান্ত দাস মহাশয়ের বাটীতে একটি পরামর্শ সভার অধিবেশন হয়। পরামর্শকালে কথা-প্রসঙ্গে কাব্য-বিশারদ মহাশয়ের সহিত বাবু বিপিনচন্দ্র পালের কিঞ্চিৎ বাগ্-বিতণ্ডা হয়। পুলিশের ভয়ে সমিতির মণ্ডপ পরিত্যাগ উপলক্ষে মতভেদই এই বিষয়ের সূত্রপাত হয়। কাব্যবিশারদ মহাশয় পুলিশের ভয়ে সভা ভাঙ্গিয়া সরিয়া যাইবার পক্ষপাতী ছিলেন না। বাবু বিপিনচন্দ্র পাল কাব্যবিশারদ মহাশয়ের অনুযোগের উত্তরে বলেন, আমি লাঠি মানি, গবর্ণমেণ্ট মানি না। তাই লাঠি দেখিয়াই সরিয়া গিয়াছিলাম। কাব্যবিশারদ বলিলেন, আমি গবর্ণমেণ্ট মানি, লাঠি মানি না। এই কথা সভাপতি মিঃ রসুল, শ্রীযুক্ত হালিম গজনবি, মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত শীপতি রায় চৌধুরী, মৌলবী আবুল হোসেন, বাবু মতিলাল ঘোষ এবং ময়মনসিংহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বরিশাল প্রভৃতি স্থানের বহু প্রধান ব্যক্তির সমক্ষে হইয়াছিল।

প্রকাশ্য সভা।

সেই সময়ে বাহিরে একটি প্রকাশ্য সভা করিবার প্রস্তাব হয়। কাব্যবিশারদ মহাশয় সেই প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বিপিন বাবু সেই সভায় যোগদান করিলেন না। তিনি বলিলেন, আমার বিশেষ কার্য্য আছে। এই বলিয়া তিনি সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। ঐ প্রকাশ্য সভায় পুলিশের আদেশের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করা বাঞ্ছনীয় কি না, এ তর্কও তিনি তুলিলেন না। সভা আরম্ভ হইতে না হইতে বিপিন বাবু অন্য দিক্ দিয়া চলিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য, সুরেন্দ্র বাবুর অনুমতি লইয়া এ সভা আরদ্ধ হয়। কাব্যবিশারদ মহাশয় প্রথমেই বক্তৃতা করেন। তিনি বক্তৃতা মুখে অতীব ওজস্বিনী ভাষায় বিলাতী বর্জ্জন ও স্বদেশী দ্রব্যের গ্রহণ, রাজপুরুষদিগের অত্যাচারের অবৈধতা, সেই দিবসের অত্যাচার ও সভাভঙ্গ প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

কাব্যবিশারদের বক্তৃতায় পর দেশের গৌরব, বাগ্মিপ্রবর সুরেন্দ্রনাথ সেই সভাতে বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতায় শ্রোতৃবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়াছিল। সুরেন্দ্র বাবুর উদ্দীপনাপূর্ণ এবং প্রবল স্বদেশপ্রীতিব্যঞ্জক বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সমবেত জন-মণ্ডলী উৎসাহে প্রদীপ্ত, করুণায় বিগলিত, রোষে উত্তেজিত, এবং অননুভূপূর্ব্ব ভাবাবেশে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। ময়মনসিংহ প্রবাসী জনৈক হিন্দুস্থানী সুবক্তা হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করেন। সভাপতি মিঃ রসুল মহাশয়কে দর্শন করিবার জন্য এই সময়ে উপস্থিত জন-সাধারণ আগ্রহ

প্রকাশ করায় সভাপতি মহাশয়কে একটি চৌকির উপর উঠাইয়া সকলকে প্রদর্শিত করা হয়। তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়া সকলে উৎসাহ বিহ্বল চিত্তে সমস্বরে আল্লা হো আকবর ও 'বন্দেমাতরম্" ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ করেন। মৌলবী আবুল হোসেন ও শ্রীযুক্ত গীষ্পতি রায় চৌধুরী মহাশয়েরা বক্তৃতা করিলে সুরেন্দ্রনাথের জয়ধ্বনি সহকারে সভাভঙ্গ হয়।

রহমৎপুরে সভা।

সেই দিনেই অর্থাৎ সোমবার রহমৎপুরে একটি সভা হইয়াছিল। রহমৎপুর বরিশালের ৮ মাইল দূরে অবস্থিত একটি গণ্ড গ্রাম। সেখানকার চক্রবর্ত্তী জমিদারগণের যত্নেই এই সভার অধিবেশন হয়। নদীর তীরবর্ত্তী একটি সুরম্য স্থানে সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বিবিধ বর্ণের পতাকা ও অন্যান্য উপকরণে সভাস্থল ইন্দ্রপুরীর ন্যায় সুন্দর করিয়া সজ্জিত করা হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, গীষ্পতি কাব্যতীর্থ (রায় চৌধুরী) মৌলবী আবুল হোসেন, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, প্রভৃতি মহাশয়েরা স্বদেশী গ্রহণ ও বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন ও পুলিশের অত্যাচার সম্বন্ধে অতীব আবেগময়ী ভাষায় বক্তৃতা করেন। স্বদেশ সেবক সম্প্রদায় জাতীয় সঙ্গীতে সকলকে মুগ্ধ করেন। পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ নাকি সে সভা ভঙ্গ করিবার জন্য ও বহুসংখ্যক লগুড়ধারী পুলিস প্রেরণ করিয়াছিলেন।

লাকুটিয়ার সভা।

রহমৎপুর হইতে প্রত্যাবর্ত্ত কালে লাকুটিয়ার জমিদার বাবু বিহারিলাল রায়ের বাটীতে আর একটী সভার অধিবেশন হয়। তাহাতেও বহুসংখ্যক হিন্দু মুসলমান ও স্ত্রীলোক যোগ দিয়াছিলেন। সুরেন্দ্র বাবু, কাব্যবিশারদ ও আবুল হোসেনের বক্তৃতায় সকলেই বিলাতী বর্জ্জনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েন।

পরদিন মঙ্গলবার কলিকাতার অধিকাংশ প্রতিনিধি বরিশাল ত্যাগ করেন। প্রহৃতদিগের পক্ষ হইতে অভিযোগ করিবার জন্য মাননীয় মিঃ জে, চৌধুরী ও অন্য কয়েকজন মঙ্গলবার দিবসে ও বরিশালে অবস্থান করেন। তৎপরদিন তাঁহারা বরিশাল ত্যাগ করেন। সকলেরই প্রস্থান কালে পুলিশ কনষ্টবলেরা লাঠি লইয়া ষ্টিমার ঘাটে উপস্থিত হইয়াছিল।



সেবক সম্প্রদায়।

প্রতিনিধিবর্গের প্রত্যাবর্ত্তন।

সুরেন্দ্র বাবুর অভ্যর্থনা।

শিয়ালদহ ষ্টেশনে দশ সহস্র লোকের সমাগম।

সেই সোমবার ও মঙ্গলবার কলিকাতায় যে সকল সভা হইয়াছিল, তাহাতে স্থির হয় যে প্রতিনিধিবর্গ যখন বরিশাল হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, তখন তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য সকলে শিয়ালদহ ষ্টেশনে সম্মিলিত হইবেন। তদনুসারে ৫ই বৈশাখ বুধবার প্রাতঃকালে তাঁহারা কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে অন্যূন দশ সহস্র হিন্দু ও মুসলমান তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত হন। প্রথমে রাত্রি তিনটার সময় সকলে কলেজ স্কোয়ারে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। চারিটার পর তাঁহারা শিয়ালদহ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেই বিশাল জনস্রোত মন্থর গতিতে যখন ষ্টেশনে উপস্থিত হইল, তখনও ট্রেণ আসিতে বিলম্ব ছিল সকলে ট্রেণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ট্রেণ শিয়ালদহ ষ্টেশনে উপস্থিত হইল, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ কলিকাতার প্রতিনিধিবর্গ ট্রেণ হইতে অবতরণ করিলেন। অমনি দশ সহস্র কণ্ঠ হইতে ভৈরব রবে“বন্দে মাতরম” ধ্বনি সমুত্থিত হইল; সেই অভ্রভেদী ধ্বনিতে আপামর সকলেরই হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। সকলেই পুনঃ পুনঃ বন্দে মাতরম্ ধ্বনি করিতে

লাগিলেন। প্রতিনিধিবর্গ সেই স্বদেশভক্ত জন সমুহের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করা হইল। সর্ব্বাগ্রে দেশমান্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, তৎপার্শ্বে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, এণ্টী সাকু'লার সোসাইটির সভ্য স্বদেশভক্ত যুবকবৃন্দের সমভিব্যাহাঁরে অগ্রসর হইতেছিলেন। এণ্টী সারকুলার সোসাইটির সভ্যগণ নিজ নিজ দ্রব্য সম্ভার মস্তকে বহন করিয়া "যায় যাবে জীবন চ'লে, মাগো, জগৎ মাঝে তোমার কাজে বন্দে মাতরম্ ব'লে" সঙ্গীতটী গাহিতে গাহিতে যখনষ্টেশন হইতে আসিতেছিলেন, তখন কার দৃশ্য প্রত্যক্ষ না করিলে অনুধাবন করা করা যায় না।

প্রথমে একদল অতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অগ্রসর হইয়া সুরেন্দ্র বাবুকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। শকটের অশ্ব খুলিয়া দেওয়া হইল। সুরেন্দ্র বাবু প্রভৃতি সেই শকটে আরোহণ করিলেন, উৎসাহী যুবকবৃন্দ সেই শকট টানিয়া আনিতে লাগিল। জনস্রোতের গতি ফিরিল, সকলে হ্যারিসন রোড দিয়া কলেজ স্কোয়ারে সমবেত হইলেন। সুরেন্দ্র বাবু শকটের উপর দণ্ডায়মান হইয়া সেই বিপুল জনসঙ্ঘকে লক্ষ্য করিয়া বক্তৃতা করিলেন। তিনি বলিলেন যে, ট্রেণে আসিবার সময় যে সকল ষ্টেশনে গাড়ী থামিয়াছিল, সেই সকল ষ্টেশনেই সমাগত ব্যক্তিবৃন্দকে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা, এবং আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তিনি উপদেশ দিয়া আসিয়াছেন—সমস্ত রাত্রি তাঁহার এই ভাবেই অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক ষ্টেশনেই শত শত লোক উৎকণ্ঠিত

চিত্তে তাঁহাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন—সকল স্থানের লোকেই সরকারি অত্যাচারের প্রতিকার-কল্পে বিলাতী দ্রব্য প্রাণান্তেও পরিগ্রহণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। সুরেন্দ্র বাবু সম্মিলিত জনসমূহকে বলিয়াছেন যে, কেবল নিজে বিলাতী দ্রব্য গ্রহণ না করিলেই চলিবে না, যাহাতে অপর কোন কখনও বিলাতী দ্রব্য স্পর্শ না করে, তাহারও চেষ্টাও করিতে হইবে। বিধিসঙ্গত যে কোন উপায়ে তাহাদিগের বিলাতী দ্রব্য ক্রয়ে বাধা দিতে হইবে। সকলেই সুরেন্দ্র বাবুর উপদেশানুরূপ কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

সুরেন্দ্র বাবু তাঁহাদিগকে আরও বলিলেন যে, বরিশালে যে তাঁহাকেই নিগৃহীত করা হইয়াছে, এমন নয়—অন্যান্য সকল প্রতিনিধি এবং এন্টিসার্কুলার সোসাইটীর যুবকবৃন্দেরও নিগ্রহ হইয়াছে। এই অবমাননার, এই নিগ্রহের জন্য প্রতিহিংসা চাই—এই পাশবিক অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে হইবে। বিদেশী দ্রব্য, বিশেষতঃ বিলাতী দ্রব্য কেহ ভ্রমক্রমেও স্পর্শ না করিলেই প্রতিহিংসা চরিতার্থ হইবে, তাহা হইলে এই সার্ব্বজনিক অবমাননায় চূড়ান্ত প্রতিশোধ লওয়া হইবে।

এ পর্য্যন্ত সুরেন্দ্র বাবু ইংরাজীতেই বক্তৃতা করিতেছিলেন; অতঃপর তিনি বঙ্গভাষাতেও কিছুকাল বক্তৃতা করেন। তিনি এবং তাহার সহযোগী ও সহচরবৃন্দকে পথশ্রমে পরিম্লান বোধ হইলেও তাঁহাদের হৃদয়ে যে এক প্রবল উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে, বরিশালের পাশবিক অত্যাচারের ফলে তাঁহাদের

যে মানসিক বল বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা প্রতীত হইতেছিল। স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের কার্য্য দেখিয়া মুসলমানগণের হৃদয়ে কিরূপ ঘৃণার সঞ্চার হইয়াছে, মৌলভী মহম্মদ রহমান ও মৌলভী লিয়াকৎ হোসেন মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে তাহা ব্যক্ত করেন।

অতঃপর গোলদীঘির উত্তরপূর্ব্ব কোণে এণ্টিসার্কুলার সোসাইটির আফিসের সম্মুখে একটি বিরাট সভা হয়। তথায় সমবেত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে অনেকেই উৎফুল্ল অন্তঃকরণে প্রতিনিধিবর্গের সহিত আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ হন। তাঁহারা প্রতিনিধিগণকে যেরূপ প্রীতিভরে বিদায় দিয়াছিলেন, এক্ষণে তদধিক প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে পরস্পর বিশ্রম্ভালাপ করিলেন। এ দৃশ্য অতি মনোরম, ও তৃপ্তিপ্রদ। সমবেত জনমণ্ডলী এই দৃশ্য দেখিয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন নাই। এই সময়ে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। সকলে একাগ্রচিত্ত হইয়া তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলেন। তিনি বলেন যে, এণ্টিসার্কুলার সোসাইটির সভ্যগণ ধীরভাবে আপনাদের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সুবক্তা শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার পুত্র শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা পুলিশের হস্তে গুরুতররূপে প্রহৃত হইলেও "বন্দেমাতরম্" বলিতে বিরত হয় নাই। সোসাইটির সভ্যগণ নেতৃবর্গের ইঙ্গিতে পরিচালিত হইয়াছিলেন। পুলিশ তাঁহাদিগকে ক্রমাগত প্রহার করিতে থাকে, তথাপি তাঁহারা কেবল মাত্র "বন্দেমাতরম্" ব্যতীত আর কিছুই বলেন

নাই। কৃষ্ণকুমার বাবু বরিশালের প্রথম দিবসের ঘটনা বিবৃত করিলে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ অসুস্থতাসত্ত্বেও কিয়ৎকাল বক্তৃতা করেন। তিনি বরিশালে পুলিশ ঘটিত অত্যাচারকাহিনী বিবৃত্ত করেন এবং পুলিশ যে আবশ্যক হইলে কিরূপ পশুবল প্রকাশ করিতে উদ্যত হইতে পারে, তাহা বুঝাইয়া দেন। বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ইমার্সন দেশমান্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি কিরূপ অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও তিনি প্রকাশ করেন। ইহাতে সমাগত জনসমূহ ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠেন এবং প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধই তাঁহাদের বীজমন্ত্র হইবে বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহারা কখনও আর বিলাতী দ্রব্য স্পর্শ করিবেন না, তাহাতেই বরিশালের অত্যা-চারে প্রতিশোধ লইবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

তদনন্তর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গীষ্পতি রায়চৌধুরী কাব্যতীর্থ, দণ্ডায়মান হইয়া নূতন বঙ্গের ছোটলাট ফুলার সাহেব ও তাঁহার উপযুক্ত পার্শ্বচর, অনুচর প্রভৃতির পাশবিক গুণের কথা একে একে ব্যক্ত করিলেন। বক্তৃতান্তে সভা ভঙ্গ হয়। সকলেই বন্দেমাতরম্ ধ্বনি সহকারে স্বস্থানে প্রস্থান করেন।

শ্রীমতী সরোজিনী বসুর পত্র।

বন্দে মাতরম্।

পূজ্যপাদ—শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত

মহাশয় শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু—

শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি যে আমার ক্ষুদ্র দান গৃহীত হইয়াছে। খোকামণিকে দিয়া ডাইন হাতের বালা পাঠাইয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, যে পর্য্যন্ত "বন্দেমাতরম্" বলা নিষেধী সার্কুলার রহিত না হইবে সেই পর্য্যন্ত ঐ হাতে সোণার বালা পরিব না। বন্দে মাতরম্।

সেবিকা—

শ্রীসরোজিনী বসু।
